NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অখণ্ড আধুনিক ভারতবর্ষই ছিল রাজা রামমোহনের স্বপ্ন

চাপ সামলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল দিল্লিকে ৮

কলকাতা ২২ মে ২০২৫ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.5.2025, Vol.18, Issue No. 339 8 Pages, Price 3.00

টার্বুলেন্সে কাঁপল ইন্ডিগো বিমান

শ্রীনগর, ২১ মে: দিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই২১৪২ মাঝআকাশে প্রবল টার্বুলেন্স ও শিলাবৃষ্টির মুখে পড়ে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে পাইলট জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। যাত্রীরা আতঙ্কিত হলেও কেবিন ক্রুদের দ্রুত প্রোটোকল অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন। শেষ পর্যন্ত বিমানটি নিরাপদে শ্রীনগর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ইন্ডিগো তাদের বিবৃতিতে জানায়, যাত্রী ও ক্রুদের সুরক্ষার জন্য সমস্ত নিয়ম মেনে ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়েছে। বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা পরিদর্শন ও মেরামতের জন্য সরিয়ে রাখা হয়েছে। মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেটি আর পরিষেবায় আসবে না। এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপদে রাখতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কারও গুরুতর আঘাত লাগেনি। যাত্রীদের ধৈর্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ইন্ডিগো।

ভারত ছাড়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ মে: পাকিস্তান হাইকমিশনের আরও একজন আধিকারিককে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ভারত সরকার। সেই অধিকারিককে নিজের সরকারি গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ না করার কারণে ভারত সরকার 'পারসোনা নন গ্রেটা' বলে ঘোষণা করে অবিলম্বে দেশ ছাড়া নির্দেশ দিয়েছে। নয়াদিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসের ওই আধিকারিককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে। এই মর্মে পাকিস্তান হাইকমিশনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

'ওয়াকফ ইসলামে অপরিহার্য নয়', সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ মে: ওয়াকফ শুনানিতে এবার নতুন আইনের পথে সুপ্রিম কোর্টে জোরাল সওয়াল কেন্দ্রের। মোদি সরকারের দাবি, ওয়াকফ আসলে একপ্রকার দান, এটা কোনওভাবেই ইসলামের অপরিহার্য অংশ নয়। তাছাড়া, মুসলিম ধর্মের অংশ হলেও প্রকৃতভাবে ওয়াকফের ধারণার মধ্যে একটা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার আছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইন মুসলিম স্বার্থবিরোধী বলে অভিযোগ তুলে বড়সড় আন্দোলনের পথে হেঁটেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ। দেশজুড়েই বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে। নয়া ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও।

আকাশে ড্রোনের রহস্য, নজরদারি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীরের পর এবার সন্দেহজনক ড্রোনের হানায় কাঁপল কলকাতা। সোমবার রাতে শহরের আকাশে একসঙ্গে ৮-১০টি ড্রোন চক্কর দিতে দেখা যায়। হেস্টিংস, বাবুঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে শুরু করে ফোর্ট উইলিয়াম পর্যন্ত ড্রোন ওড়ার ঘটনা চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। এ ধরনের 'হাই সিকিউরিটি জোন'-এ ড্রোন ওড়া আইনত নিষিদ্ধ, তবু দিনের আলোয় এবং রাতের অন্ধকারে এমন নির্ভার অনুপ্রবেশ প্রশাসনের নজরদারির ঘাটতির দিকেই আঙুল তোলে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগরপাল সদর মিরাজ খালেদ স্বীকার করেছেন, সাধারণ মানুষের খবরেই পুলিশ এই বিষয়ে সজাগ হয়।

সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রশ্ন উঠছে, জমি দেয়নি রাজ্য-বেড়া দেবে কে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে জঙ্গিরা যেন শেল্টার না পায়, পুলিশকে সেই মর্মে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার উত্তরকন্যা প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি জানান, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাইরের লোকজন স্থানীয়দের কাছ থেকে আধার, প্যান-সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিচ্ছে। পুলিশকে 'অ্যালার্ট' থাকার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও জঙ্গি যেন বাংলায় আশ্রয় না নিতে পারে।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে-রাজ্য যদি সত্যিই সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়, তাহলে সীমান্ত বেড়া দেওয়ার কাজে জমি কেন দেয়নি? কেন্দ্রীয় সরকার বহু বছর ধরে রাজ্যকে অনুরোধ জানিয়ে আসছে যে বিএসএফ যেন আন্তর্জাতিক সীমান্তে পূর্ণ বেড়া দিতে পারে, তার জন্য প্রস্তাবিত প্রায় ৮০০ কিমি এলাকায় জমি দেওয়া হোক। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ কিমি সীমান্ত বেড়াহীন। এই অংশ দিয়েই বেশি অনুপ্রবেশ, গোরু পাচার, মাদক ও জালনোট প্রবেশ ঘটে।

রাজ্যের অজুহাত-চাষযোগ্য জমি, বসতিবাহী এলাকা, ক্ষতিপূরণের দাবিতে জমি অধিগ্রহণে দেরি। কিছু এলাকায় সামান্য জমি দেওয়া হলেও, অধিকাংশ স্পর্শকাতর অঞ্চলে কেন্দ্রের অনুরোধ কার্যত অগ্রাহ্য হয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এ দিন বলেন, 'টহলদারি কমে গিয়েছে, বাড়াতে হবে।' পুলিশকে সক্রিয় করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বিশ্লেষকদের প্রশ্ন-টহলদারি বাড়ালেই হবে? সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে অনুপ্রবেশ বা জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঠেকানো সম্ভব কি? মালদহ, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদের মতো সীমান্তঘেঁষা স্পর্শকাতর জেলাগুলির নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন, অথচ জমি না দিলে বিএসএফ কাজ চালাবে কীভাবে?

একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা, অন্যদিকে বেড়া না দিতে জমি আটকে রাখা-রাজ্যের এই দ্বিচারিতা নিয়ে সরব হয়েছে কেন্দ্রও। শেষ পর্যন্ত জমি ছাড়া বেড়া হবে না-সে কথাই এখন প্রতিপন্ন সত্য।

'রাজ্যে জঙ্গিদের হাব তৈরি হয়েছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'উনি আজকে ভোটের রাজনীতি করেছেন। উনি বলছেন ভুটানের জল এসে উত্তরবঙ্গ ভাসিয়ে দিচ্ছে, অসম থেকে লোক এসে সার্ভে করছে আর বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লোক এসে এখানে অশান্তি করছে। উনি আদতে ধোয়া তুলসী পাতা। আগে বলেছিলেন বাংলাদেশের মশা রাজ্যে ঢুকে ডেঙ্গি ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৫৪০ কিলোমিটার এলাকায় বেরা নেই, জমি দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই শুধু হিন্দু বিরোধী-দুর্নীতি নয়। রাজ্যে জঙ্গিদের হাব তৈরি হয়েছে। ওনার ফারাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআইয়ের প্যারেডে হাঁটেন। উনি সিমির লোক হাসান আহমেদ ইমরানকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিলেন। ওনার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা বাংলাদেশকে সমর্থন করে বলেন, ১৫ মিনিটে কলকাতাকে টাইট করে দেব। পাকিস্তানের ডন পত্রিকার সাংবাদিককে ইকবালপুর, মোমিনপুর নিয়ে গিয়ে বলেন এটাও মিনি পাকিস্তান।' তাকেও তাড়াবেন বলেও প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা।

মুর্শিদাবাদ দাঙ্গা: হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটির রিপোর্টে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য

লাজলজ্জা থাকলে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'লাজলজ্জা থাকলে পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।' বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় অংশ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফের একবার পদত্যাগ দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সরাসরি আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা যা বলি, আজকে সেটা হাইকোর্টের তৈরি সিট বলছে। পুলিশ ফোন ধরেনি। স্থানীয় তৃণমূল পুরপ্রতিনিধি মেহেবুব আলম, স্থানীয় বিধায়ক দাঙ্গা লাগিয়ে এলাকা ছেড়েছেন।'

উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক দাঙ্গা নিয়ে হাইকোর্ট নিযুক্ত তিন সদস্যের কমিটি তাদের তদন্ত রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে। প্রধান অভিযোগ, ১১ই এপ্রিল শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে মেহেবুব আলম নামে এক স্থানীয় কাউন্সিলারের নির্দেশে পরিকল্পিত হামলা শুরু হয়। তিনি নিজে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং ভাঙচুরে নেতৃত্ব দেন। স্থানীয় বিধায়ক ঘটনাস্থলে এসে তদারকি করে যান এবং নিশ্চিত করেন ভাঙচুর যথাযথ হচ্ছে কিনা। আরও এক ব্যক্তি আমিরুল ইসলাম, চিহ্নিত করেন কোন বাড়িগুলি এখনও ধ্বংস হয়নি, পরে সেগুলিতে আগুন ধরানোর নির্দেশ দেন। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে থাকা থানার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিটি। ১১৩টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত, লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে। মালদহে পালিয়ে যাওয়া মানুষদের পুলিশ জোর করে ফিরিয়ে আনে, যা নিয়ে কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এই রিপোর্ট সামনে আসতেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শুভেন্দুর অভিযোগ, 'এটা তৃণমূল স্পনসর্ড ও অর্গানাইসড হিন্দু কিলিং। দেশের মধ্যে ১৯৪৭ সালের পর প্রথম হিন্দু পলায়ন, মানুষ দেখেছে। ওখানে ১৬ শতাংশ হিন্দু থাকে, হিন্দু শূন্য করতে চায়।' বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'এই হিন্দু বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পুলিশ সম্পূর্ণ হিন্দু বিরোধী। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে না তাড়ালে বাংলা হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে।' রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক মুর্শিদাবাদ ও সামশেরগঞ্জের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন শুভেন্দু অধিকারী।

জাপান গেল ভারতের প্রতিনিধি দল

মমতার শাসনে বাংলার বদনাম বিশ্বমঞ্চেও, আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব ভারত। এবার বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে ভারতের বহুদলীয় প্রতিনিধি দল। অপারেশন সিঁদুর ও সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের পদক্ষেপ তুলে ধরতে বুধবার বহুদলীয় একটি প্রতিনিধি দল জাপান রওনা দেয়। জনতা দল ইউনাইটেডের সাংসদ সঞ্জয় ঝার নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। জাপান রওনা হওয়ার আগে সঞ্জয় ঝা বলে যান, সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া নিয়ে বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেওয়াই তাঁর টিমের কাজ।

এদিকে, এই নিয়ে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পরিবারবাদের তোপ দাগলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডলে অল-পার্টি প্রতিনিধি দলের মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চেও 'পেটি পলিটিক্স'

করতে ছাড়লেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি বিস্ফোরক পোস্টে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর অভিসন্ধির পর্দাফাঁস করে বলেন, 'এটা এখন স্পষ্ট, ইউসুফ পাঠানের প্রতিনিধিত্বে আপত্তি আসলে ছিল ভাইপোকে গদি দেওয়ার অজুহাত। যোগ্যতা নয়, পরিবারতন্ত্রই তৃণমূলের একমাত্র মানদণ্ড।' দেশের ভাবমূর্তি যেখানে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার সুযোগ, সেই প্রতিনিধিদলে বিরোধী ঐকমত্যের বদলে আত্মীয়পোষণের নীতি বেছে নেওয়াকে 'ঘৃণ্য' বলে বর্ণনা করেছেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, 'যদি সত্যিই অভিজ্ঞ ও যুক্তিবাদী কাউকে মনোনীত করতেন, তাহলে কিছুটা হলেও সন্দেহের সুযোগ দেওয়া যেত। কিন্তু এখানে আবারও দেখা গেল; বাংলা যেন এক পরিবারতন্ত্রের ভারে চুপসে যাচ্ছে।' শুভেন্দুর সাফ মন্তব্য, 'বাংলা এক-যোগ-এক-এর চুক্তিতে ভোট দেয়নি। বাংলার মানুষ যোগ্যতার পক্ষে ভোট দিয়েছে, আত্মীয়স্বজনের জন্য নয়।' তিনি আরও বলেন, অল-পার্টি প্রতিনিধিদলের মতো একটি ঐতিহাসিক এবং মর্যাদাসম্পন্ন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বার্থপর অবস্থান বাংলার জন্য লজ্জার। 'এ রাজ্য আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলেও ভাইপোর জায়গা নিশ্চিত করতে আপত্তি তোলে; এ দৃশ্য একমাত্র মমতার বাংলাতেই সম্ভব!'

গুলির লড়াইয়ে খতম মাও-নেতা বাসবরাজু

যৌথ বাহিনীর অভিযানে নিহত ২৭ মাওবাদী

রায়পুর, ২১ মে: মাওবাদী সংগঠনের ধড়-মুণ্ড আলাদা করল নিরাপত্তাবাহিনী। মাও-বিরোধী অভিযানে ছত্তিশগড়ের বস্তারে মৃত্যু হল মাওবাদী সংগঠনের প্রধান কমান্ডার বাসবরাজুর। ৭০-এর দশক থেকে দেশে মাওবাদী সংগঠন পরিচালনা করছিল এই 'লাল সন্ত্রাসী'। দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তাবাহিনীর হিটলিস্টে ছিল বাসবরাজু। তার মাথার দাম ছিল ১.৫ কোটি টাকা। এহেন শীর্ষ নেতার মৃত্যু নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে যে বড়সড় সাফল্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তারে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলির লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। নিরাপত্তাবাহিনীর তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ছত্তিশগড়ের অবুজমাড় এলাকায় অভিযানে নামে নিরাপত্তাবাহিনী। খবর ছিল, ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে এক মাও কমান্ডার। সেইমতো এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এই অবস্থায় পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে, রীতিমতো মরিয়া হয়ে নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা জবাবও দেওয়া হয়। গুলির লড়াইয়ে মৃত মাওবাদের তালিকায় রয়েছে মাওবাদীদের সংগঠনের প্রধান নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজুর।

পুলিশের দাবি, তার নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ের নানা প্রান্তে একাধিক প্রাণঘাতী হামলা চালায় মাওবাদীরা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ২০১৮ সালে সুকমা আইইডি বিস্ফোরণ (৯ সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু), ২০১৯ সালে গড়চিরোলি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ (১৫ পুলিশের মৃত্যু), ২০২১ সুকমা-বিজাপুর গুলির লড়াই (২২ নিরাপত্তাবাহিনীর মৃত্যু), ২০২৩ সালে দান্তেওয়াড়া বিস্ফোরণ (১০ জওয়ান ও এক সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু), ২০২৫ সালে বিজাপুর বিস্ফোরণ (৮ জওয়ানের মৃত্যু)।

বড় সাফল্য: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ মে: এই অভিযানের পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'দেশকে নকশালবাদ থেকে মুক্ত করতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আজ ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ২৭ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিপিআই-মাওবাদীর সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু। নকশালবাদের বিরুদ্ধে তিন দশকের লড়াইয়ে এই প্রথম আমাদের বাহিনীর অভিযানে সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদার কোনও মাওবাদী নেতার মৃত্যু হয়েছে।'

নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ মে: 'র‍্যাঙ্ক জাম্প' করেই দুর্নীতিকারীদের নতুন পরীক্ষাতেও সুযোগ নয়! সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে গেল ২৫,৭০০ চাকরিপ্রার্থীর আর্জি।

২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৫,৭৩৫ জনের চাকরি বাতিল, সাদা খাতা, প্যানেল-বহির্ভূত ও 'র‍্যাঙ্ক জাম্প' করা প্রার্থীরা অযোগ্য বলল কোর্ট। অযোগ্যদের নতুন নিয়োগেও অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। আদালত বলল,

'র‍্যাঙ্ক জাম্প'-ও দুর্নীতির অংশ।

২০১৬ সালের এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে যাঁরা 'র‍্যাঙ্ক জাম্প' করে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের নতুন পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিল না সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেবি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার পূর্ব রায়েই আদালতের অবস্থান স্পষ্ট; 'র‍্যাঙ্ক জাম্প' মানেই দুর্নীতি। সেই সিদ্ধান্তেই হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট।

'র‍্যাঙ্ক জাম্প' করা চাকরিপ্রার্থীরা যুক্তি দেন, তাঁরা সাদা খাতা জমা দেননি এবং প্যানেলেও নাম ছিল। তাই নতুন নিয়োগপর্বে অন্তত পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু আদালত তাঁদের যুক্তি খারিজ করে জানায়-এই প্রার্থীরাও দুর্নীতির শরিক, তাই তাঁরা 'নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়াতেও অযোগ্য'।

নির্বাচনের ছয়মাস আগে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা দরকার: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের প্রতিবাদে বুধবার রাতে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে টিটাগড় থানার উল্টোদিকে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'বাংলার এই পুলিশ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নির্বাচন হলে মমতা ব্যানার্জিকে হারানো খুব কঠিন। কারণ, মমতা ব্যানার্জির কাছে দুটো 'তন্ত্র' রয়েছে। একটা পুলিশতন্ত্র, আরেকটা গুন্ডাতন্ত্র। এই দুই তন্ত্রের সংমিশ্রণ খুব মজবুত হয়ে গিয়েছে। যা কখনই কল্পনা করা যায় না। তাঁর দাবি, পুলিশ তন্ত্র ও গুন্ডা তন্ত্রকে পরাস্ত করতে বাংলায় নির্বাচনের ছয়মাস আগে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা দরকার। পুরনো কাহিনী তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, শিল্পাঞ্চলের অবস্থা খুব খারাপ। টিটাগড় থানার ঠিক উল্টোদিকে মনীশ শুক্লাকে হত্যা করা হয়েছিল। বেলঘড়িয়া থানার সামনে

ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। টিটাগড়ের জনবহুল বাঁশবাগান এলাকায় আবাসনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো। তাঁর দাবি, বিস্ফোরণের ছবি প্রকাশ্যে আসায় এবং সংবাদ মাধ্যমের চাপে তৃণমূল কাউন্সিলরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। অন্যথায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ বলে পুলিশ চালিয়ে দিত। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, টিটাগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের দাবিতে তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন। অপরদিকে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, এলাকায় এলাকায় ভাগবাটোয়া নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে লড়াই চলছে। আসলে তৃণমূল তো গুন্ডা, মস্তান, তোলাবাজদের কাউন্সিলর বানিয়ে দিয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, তোলাবাজি জেরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে কত খুন হয়েছে, তার হিসেব করতে হবে। হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, মহিলা মোর্চার ব্যারাকপুর জেলার সভানেত্রী মীনা সিংহ রায়, রুদ্রনীল ঘোষ, কৌস্তভ বাগচী, চন্দ্রমণি শুক্লা প্রমুখ।

আপাতত স্থগিত প্রস্তাবিত বাস ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার বাসযাত্রীদের স্বস্তি দিয়ে আপাতত স্থগিত রাখা হল তিন দিনের বাস ধর্মঘট। বৃহস্পতিবার ২২ মে থেকে শনিবার ২৪ মে পর্যন্ত ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল একাধিক বেসরকারি বাস ও মিনিবাস সংগঠন। তবে বুধবার বাস মালিক সংগঠনগুলি জানিয়ে দেয়, এখনই ধর্মঘট হচ্ছে না। সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় তারা। এই সিদ্ধান্তের ফলে পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহরে আর কোনও বাস ধর্মঘটের সম্ভাবনা নেই। বাস মালিক সংগঠনগুলির দাবি, পুলিশ কমিশনার তাঁদের সমস্যাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন সেগুলির সদর্থক সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০৯/২০২৪, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Bishnu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Binesh Chandra Bishnu ও B. Bishnu, Late Binesh Chandra Bishnu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৪১ নং এফিডেভিট বলে Gautam Gupta S/o. Santosh Kumar Gupta ও Goutam Kr. Gupta S/o. S. Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৫/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪০৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Binod Bihari Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ganesh Das, Ganesh Ch Das, Gonesh Ch. Das ও G. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮১৩ নং এফিডেভিট বলে Provat Khamaru S/o. Biswanath Khamaru ও Pravat Khamaru S/o. B. Khamaru সাং গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Indrajit Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shachindra Ghosh ও Lt. S. C. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮০৯ নং এফিডেভিট বলে Sekh Selim S/o. Sekh Abul Hasem ও Sk. Selim Islam S/o. Sk. Abdul Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮১০ নং এফিডেভিট বলে Sujoy Mudi S/o. Sham Pada Mudi ও Sujoy Kr. Mudi S/o. S. P. Mudi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৯ নং এফিডেভিট বলে Md Yousuf Biswas S/o. Lt. Abul Kasem Biswas & Mahammad Yousuf Biswas S/o. Lt. Abul Kasem Biswas & Md. Yousuf Biswas S/o. Lt. K. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Gopi Bhuimali S/o. Sannyashi Bhuimali ও Gopi Bhui Mali S/o. S. Mali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Putatunda ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Pranab Putatunda ও P. Putatunda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮০৭ নং এফিডেভিট বলে Farook Ibrahim Shaikh S/o. Ibrahim Shaikh ও Farook Shaikh S/o. Ibrahim Shaik, Ibrahim Majid Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮০৬ নং এফিডেভিট বলে Ashta Mashat S/o. Bhadreswar Mashat & Ashta Moshat Asto Kr. Moshat Asta Kumar Masat S/o. Bhadreswar Moshat B Moshat Lt. Bhadreswar Masat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী সংশোধন

আমি SAHABUL ISLAM S/O-MD. IMRAN ALI. Vill.- Mathpara. PO.- Goas, PS- Islampur Dist- Murshidabad -WB- Pin -742304. ঘোষণা করতেছি আমার পুত্রের নাম জন্ম সার্টিফিকেট এ FARHAN ISLAM ছিল। তার সার্টিফিকেট এ রেজিস্ট্রেশন নং-B-2020:19-01051-000055.গত ইংরেজি 30/10/2024 এই তারিখে ডোমকল S.D.E.M, কোর্টে এফিডেভিট, করিয়া 10/59 সিরিয়ালের বলে FARHAN ISLAM থেকে আমার পুত্র SHAN MONDAL একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। এবং তার সার্টিফিকেটের রেজিস্ট্রেশন নং-B-2020:19-01185-000055. তাহার এলআইসি কাগজে শিশু বয়সে নাম ছিল FARHAN ISLAM. তার এলআইসি পলিসি নম্বর 474749312. FARHAN ISLAM ও SHAN MONDAL একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি রূপমতী ব্যানার্জী পিতা- ৺অজিত কুমার ব্যানার্জী, স্বামী- অমিত সাহা ৩৯ আর.এন ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর নদীয়া। ১৯-০৫-২৫ কৃষ্ণনগর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট রূপমতী বন্দ্যোপাধ্যায় রূপমতী ব্যানার্জী ও রূপমতী সাহা সকলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

কর্মখালি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে (18-03-2025 থেকে 13-09-2025) পর্যন্ত সংস্কৃতি ট্রেন্ড সহ বি.এ. (পাশ) OBC-A শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। বায়োডাটা সহ দশদিনের মধ্যে আবেদন করুন। **ফকিরডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়,** গ্রাম ও পোঃ- ফকিরডাঙ্গা, পি.এস.- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৬।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী পিয়ালী দে, স্বামী- শ্রী সমীর দে, সাং- শশী বাবু রোড, পোষ্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫, মহাশয়া বিগত ইংরাজি ১৮/০৮/২০২২ তারিখে নৈহাটী এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৯৮৪/২০২২ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের পূর্বতন দলিলের অন্দরে ০৩০৭/২০১৩ নং রেজিষ্টার্ড পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি-র উল্লেখ আছে, এবং আমমোক্তরের নাম ১) শ্রী রাম চন্দ্র দে, পিতা- স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ দে, ২) শ্রী রতন শীল, পিতা- শ্রী রুহিদাস শীল। উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B. L. & L.R.O. BKP-I Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয়

জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, থানা- বীজপুর, এ.ডি.এস.আর. অফিস নৈহাটী, হালিশহর পৌরসভা, মৌজা হালিশহর, জে এল. নং ০৬, এল আর. খতিয়ান ৭৫২১, এল. আর. দাগ ৮৫১২, জমির পরিমাপ- ০২. ৪৭৫ শতক।

Prasun Mukhapadhyay
Advocate, Kalyani Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন নবদ্বীপ আদালতে **শিক্ষানবিশ ল-ক্লার্ক** হিসেবে কাজ করিতেছেন। তাহারা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ল- ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিলে এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয় লইয়া কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে **চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিল, শিয়ালদহ কোর্ট কমপ্লেক্স, ৭ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৪** এই ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাইতে পারিবেন। **আবেদনকারী শিক্ষানবিশ ল-ক্লার্কগনের বিবরন:-** ১) **শ্রী পঙ্কজ সাহা,** পিতা-শ্রী গোবিন্দ সাহা, সাং-গঙ্গানগর, মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, ২) **শ্রী বিমান রায়,** পিতা-শ্রী বিধান চন্দ্র রায়, সাং-নেতাজী সুভাষ রোড, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। ভবদীয়

শ্রী সুশোভন ব্যানার্জ্জী (সম্পাদক)
স্থান- নবদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস্ এ্যাসোসিয়েশন,
তাং-২০.০৫.২০২৫ নবদ্বীপ আদালত শাখা কমিটি

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Rajesh Kumar Gupta** 2). Jitesh Kumar Gupta S/o Late Hiralal Gupta residing at 81K Bechu Chatterjee Street, Amherst Street, Kol-700009 executed General Power of Attorney in respect of 00.61 Dec. property, vide Deed No IV-229 on 20/09/2018 at Paschim Medinipur D.S.R-I in favour of **Manjay Kumar Singh** S/o Jag Narayan Singh in respect of 00.61 Dec. property, R.S. Plot No. 163 & L.R. Plot No. 176, Khatian No. 241 RS, 824 & 846 L.R., J.L. No. 193, Mouza- Nimgeria Patna, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 00.61 Dec. area of the said property to **Paramjit Singh** S/o **Manjit Singh** R/o Kharida Nimgeria patna, P.O.- KGP, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301 through the Deed No. I-2593/2025 on 04/04/2025 at Kharagpur A.D.S.R.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে মে, ৭ই জ্যৈষ্ঠ। বৃহস্পতি বার। কৃষ্ণ পক্ষের দশমী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র দশা, বিংশোত্তোরী গুরু র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি: বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি: দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি: নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি: জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি: সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি: জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি: অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি: আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি: বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি: কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি: পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি: আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস। শান্তি স্বস্ত্যয়ন। কুমারী নাসিকা বেধ। বিক্রয় বাণিজ্যে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- নদীয়া, থানা- কৃষ্ণনগর ১১১ নং যাত্রাপুর মৌজার, এল.আর ৪১০ ও ৪১৮ নং খতিয়ানে ৬৭৩ নং দাগে ৩৪ শতক জমি, ৭৮০ নং দাগে ৩৭ শতক, ৭৮১ নং দাগে ৩ শতক, ৮৭২ নং দাগে ১৫ শতক, ৯১০ নং দাগে ১২ শতক, ৯০১/১৩০৮ নং দাগে ৫.৫ শতক ৯০১/১৩১০ নং দাগে ৬ শতক, ৯১১/১৬৫৬ নং দাগে ৪০ শতক, ৯১০ নং দাগে ১৩ শতক, ৯০১/১৩১০ নং দাগে ৭ শতক জমি মোট ১৭২.৫ শতক জমি (১) শ্রীমত্যা মায়ারাণী বিশ্বাস (২) শ্রীমতী মাধবী বিশ্বাস (৩) শ্রীমতী চায়না বিশ্বাস (৪) শ্রীমত্যা আরতি বিশ্বাস (৫) শ্রীমতী মালতী বিশ্বাস (৬)শ্রীমত্যা রত্না বিশ্বাস-এর পক্ষে ২০২২ সালে কৃষ্ণনগর সদর সাব রেজেষ্ট্রী অফিসে ১১৯১১ নং আমমোক্তার বলে বংশী বিশ্বাস, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ বিশ্বাস হইতে আমার মক্কেল (১) শ্রী বিকাশ বিশ্বাস (2) শ্রী বিবেকানন্দ বিশ্বাস I-২৬৯ নং দলিলমূলে খরিদ করেন। যদি আমার মক্কলের উপর বর্ণিত খরিদাকৃত সম্পত্তির বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও ১নং কৃষ্ণনগর নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোনরূপ কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

SUMIT GUHATHAKURTA
ADVOCATE, RANAGHAT COURT

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা জজ আদালত
রেফা: ম্যাট স্যুট নম্বর: ১২০/২০২৩

এতদ্বারা বাদি/ দরখাস্তকারিনী **শ্রীমতি দোলা বিশ্বাস,** পিতা - দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিম - গ্রাম - দেবানন্দপুর, পো: দেবানন্দপুর, থানা: চুঁচুড়া, জেলা: হুগলী, পিন: ৭১২১২৩, আপনাকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আপনার স্ত্রী **শ্রীমতী দোলা বিশ্বাস ওরফে কর,** পিতা - দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, সাং - দেবানন্দপুর, পো: দেবানন্দপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২ ১২৩, স্বামী-**সভ্যসাচী কর,** পিতা - শম্ভুনাথ কর, সাং - ইচ্ছাপুর, দেবীতলা, (আর. জি. পার্টি আফিস), থানা- নোয়াপাড়া, পিন- ৭৪৩১৪৪, জেলা - ২৪ পরগনা (এন)আপনার বিরুদ্ধে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৫ এর ১৩ (১)(এ)(বি) ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, আদালত নির্দেশে শ্রীমতী দোলা বিশ্বাস ওরফে কর, এই বিজ্ঞপ্তি জারী করিতেছেন। উক্ত বিষয় আপনার কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের অন্দরে জেলা জজ আদালতের নিকট স্বয়ং অথবা কোনো নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটির এক তরফা শুনানী হইবে।

আবেদনকারিনীর তরফে
সুমন ভট্টাচার্য্য (উকিলবাবু)
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত,চুঁচুড়া - হুগলী

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Nani Gopal Mahata** S/o Krishna Chandra Mahata, residing at Balia, P.O- Salua, P.S - KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721145, executed General Power of Attorney in respect of 66 Dec. property, vide Deed No IV-12 at Kharagpur A.D.S.R on 24/01/2017 in favour of **Tapas Bose** S/o Late Subhas Bose, R/o- Arambati, P.O -Nimpura, P.S- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721 304, in respect of 66 Dec. property, R.S. & L.R Plot No. 336/382, Khatian No. R.S.-10, LR- 70, J.L. No. 184, Mouza - Khayrachati, P.S.-KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 20.50 Dec. area of the said property to **Full Kumari Devi Sharma** W/o Rajendra Prasad Sharma, R/o- Bhawganpur, P.O- KGP, P.S- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-2338/17 of Kharagpur A.D. S.R. on 10/04/2017. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his /her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Suman Mal, 2). Ayan Mal, 3). Chandan Kumar Mal S/o Late Haricharan Mal residing at Kharida Nimgeria patna, P.O. -KGP, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301 executed General Power of Attorney in respect of 27 Dec. property, vide Deed No I-182 on 19/01/2023 at Paschim Medinipur D.S.R-I in favour of **Tufan Das** S/o Dilip Das in respect of 27 Dec. property, R.S. Plot No. 794/1024 & L.R. Plot No. 995, Khatian No. 397 RS, 658/1 L.R., J.L. No. 140, Mouza- Khidirpur, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 27 Dec. area of the said property to **Krishna Veni** W/o Late **Jagannath Rao** R/o Malancha Road, P.O.: Nimpura, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721304, through the Deed No. I-499/2023 on 08/02/2023 at Paschim Medinipur D.S.R-I.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা গায়ত্রী দাস** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র দাস, **২)শ্রী গৌর দাস, ৩)শ্রী প্রশান্ত দাস, ৪)কনিকা দাস, ৫)মনিকা দাস,** ২-৫নং এর পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস, সকলের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5510/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র দাস ও **২)শ্রী তন্ময় দাস** পিতা শ্রী গৌর দাস উভয়ের সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় অপর সরিকগনের সহিত যৌথভাবে ও **সুশান্ত দাস** স্বয়ং ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০১/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8929/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **অমিত দত্ত** পিতা শ্রী শেখর দত্ত সাকিম ২নং কোদালিয়া দক্ষিণ নারায়ণপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ২ কাঠা ০৫ ছটাক ২৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, ৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৪২৭১, ৪২৭২, ৪২৭৩, ৪২৭৪, ৪২৭৫, ৪২৭৬, ৪২৭৭, ৪২৭৮ ও ৪২৭৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩০৬ তথা হাল এল.আর. ৩৩০ নং দাগে বাগান জমি ২ কাঠা ০৫ ছটাক ২৮ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা অমিত দত্ত পিতা **শ্রী শেখর দত্ত** তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী বিমল কুমার শ্রীরাম বাজোরিয়া** পিতা ৺শ্রীরাম চেতন বাজোরিয়া সাকিম সি/৩২০৪, কনকিয়া লেভেল্স, অপ. পাসপোর্ট অফিস, কাঠিয়াবাড়ি চক, মুম্বাই সুবারবান, রানী সতী মার্গ, দীনদোশী (মালাড ইস্ট), মুম্বাই-৪০০০৯৭, মহারাষ্ট্র, মহাশয় বিগত ইং ১১/০৬/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5322/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী রাসবিহারী হারভজনকা** পিতা সানোয়ারমল হারভজনকা সাকিম ১০৩, ফার্স্ট ফ্লোর, পূজা গ্যাঞ্জেস, ১,শিবতলা ঘাট লেন, ভদ্রকালী, উত্তরপারা, হুগলী-৭১২২৩২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১১/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে যথা ১) I-3198/2025 ও ২)I-3199/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শিবাঙ্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক** এর পক্ষে অংশীদার **শ্রী প্রদীপ বনসালি** পিতা রামানন্দ বনসালি সাকিম ৬৩/এ, দ্বারিক জঙ্গল রোড, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২ মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।

তপশীল – ১)জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা খেই, ৩৭ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২১৮, ২৫৬, ২৫৯, ২৬২, ৩০৬, ৩৬৫, ৩৮৮, ৫১৮, ৬১৭, ৬৩২, ৬৭২ ও ৭৫৩ নং খতিয়ানে, চারটি পৃথক পৃথক দাগে যথা ক)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭ নং দাগে শালি জমি ৪৩ শতকের মধ্যে ৭.৩৮ শতক, খ)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১০ নং দাগে শালি জমি ২৬ শতকের মধ্যে ২৫.৫৫ শতক, গ)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১১ নং দাগে শালি জমি ৩৬ শতকের মধ্যে ৫.০৫ শতক, ঘ)সাবেক তথা হাল এল.আর. ২২ নং দাগে শালি জমি ৫৭ শতকের মধ্যে ২৮.৭০ শতক এবং হাল এল.আর ১৩৫, ১৪২, ১৫২, ৪৩০, ৬০৪ ও ৬৩১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩ নং দাগে শালি জমি ৭৭ শতকের মধ্যে ২৬.৩২ শতক, এবং অপর তপশীলে ২)জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা খেই, ৩৭ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ১৪৩৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৪ নং দাগে শালি জমি ২৩৫ শতকের মধ্যে ৩৩ শতক, সম্পত্তি অত্র দুইটি পৃথক ১) I-3198/2025 ও ২)I-3199/2025 নং কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শিবাঙ্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক** এর পক্ষে অংশীদার **শ্রী প্রদীপ বনসালি** পিতা রামানন্দ বনসালি উক্ত খরিদা সম্পত্তি নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যায় যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী শ্রেবন্তী ব্যানার্জী স্বামী প্রতীক চৌধুরী, ও শ্রীমতী সাগ্নিকা ব্যানার্জী স্বামী- ঋত্বিক চৌধুরী, উভয়ের সর্ব্ব সাং-কর্নেলগোলা, পোঃ+ থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর হইতেছে। গত ইং-০৫.০৩.২০২৪ তারিখে বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে এবং গত ইং-১৪.০৩.২০২৪ তারিখে দানপত্র দলিল মূলে আমার মক্কেলগন উভয়ে বিক্রয় তপন জোতি ব্যানার্জী পিতা কালিপদ এর ওয়ারিশগনের নিকট হইতে ও তমাল ব্যানার্জী পিতা কালিপদ এবং তপতী ব্যানার্জী স্বামী- তাপস ব্যানার্জী গনের নিকট হইতে কর্নেলগোলা মৌজায়, জে.এল. নং- ১৮৭, হাল খতিয়ান নং-৪৭, হাল দাগ ১৫৯, পরিমান ০.০০৩১ একর এবং ১৬১/২১১ দাগে-০.০০০৯ একর, মোট ০.০০৪০ একর সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে এবং হাল খতিয়ান ১০২, ২২, ১২২, হাল দাগ ১৫৯, পরিমান ০.০০৭৩ ও হাল দাগ ১৬৯/২১১ পরিমান ০.০০২৩ একর মোট ০.০০৯৬ একর পরিমান সম্পত্তি দানপত্র দলিল মূলে, মুম্বাই জেলার আঁধেরী-৩ জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ৭৬৭১ তাং ১৬.০৭.২০২১ তারিখের আমমোক্তার দলিল নামা মূলে আমমোক্তার শ্রী ঋত্বিক চৌধুরীর পিতা মানস কুমার চৌধুরী নিকট হইতে খরিদ করিয়া মিউটেশনের জন্য মেদিনীপুর সদর B.L. & L.R.O অফিসে আবেদন করিয়াছে। যদি কাহারও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর সদর B.L. & L.R.O অফিসে উল্লিখিত দাগ ও খতিয়ানের উপর তিনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন, উক্ত বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে।

সেখ মহম্মদ আজহারউদ্দিন
এ্যাডভোকেট
খাতড়া কোর্ট

NOTICE

IN THE COURT OF LD. 3rd COURT OF ADDITIONAL DISTRICT JUDGE AT HOWRAH
Misc. Appeal No. 233/2018

Kamal Krishana Naskar @ Kamal Naskar, S/O-Late Lakshman Naskar By faith-Hindu, By Occupation-Daily Labour, Permanently residing at Village-Chalkbeldubi (Kora Para), P.O.-Beldubi, P.S.- Panchla, Dist.-Howrah, Pin Code- 711322. **....Plaintiff/Appellant**

Versus

1) Smt. Chobi Kora, W/O- Sri. Bablu Kora, **2) Sri Becharam Kora, 3) Sri Tapan Kora,** Both sons of Sri Bablu Kora, All by faith-Hindu, By Occupation No. 1-Household duties, No. 2 & 3 Zori Worker, All Residing at Chalkbeldubi, P.O.-Beldubi, P.S.-Panchla, Dist.-Howrah-711322, **4) Avijit Das,** Son of Late Murari Das, Defendant No.2 to 3 residing at Village- Dhamisa Uttor Para, P.O.-Dhamsia, P.S.- Panchla, Dist.- Howrah- 711322.

....Principal Respondents

13) Samapara Naskar, S/O- Late Tulsi Naskar, **14) Kali Pada Naskar,** S/O- Late Tulsi Naskar, **15) Sri Rampada Naskar,** S/O-Late Tulsi Naskar, By faith-Hindu, By Occupation- Daily Labour, Pro-forma defendant no. 13-15, All residing at Village -Chalkbeldubi (Kora Para), P.O.- Beldubi, P.S.- Panchla, Dist.- Howrah, Pin Code-711322 **....Pro-forma Respondents**

This is to inform all concerned that the above-named Appellant has filed above noted Misc. Appeal challenging the refusal of ad-interim injunction Order dated-19/09/2018 in connection with Title Suit No.1121 of 2018 pending at First Civil Judge (Jr. Div.) at Howrah, impleading the above noted pro-forma Respondents and others in respect of the schedule noted property. If anyone has anything to say or to raise any objection against the instant Misc. Appeal, please appear before the above referred Ld. Court within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise Law will take its own course.

Schedule

All that piece and parcel of undivided Bastu land total measuring about 32 Satak Comprised in and situated at Sabek Dag no. 2158 corresponding to L.R Dag no. 2157, Under L.R Khatian No.372/2, 848, 1145/1,1772,1934, within Mouza- Beldubi, (J.L no.30), P.S- Panchla, Dist- Howrah along dwelling houses standing thereon.

Uttam Kumar Majumdar, Sheristhadar
Addl. Dist. Judge 3rd Court Howrah

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

শিলিগুড়িতে বিজেপি পতাকা সরিয়ে তৃণমূলের পতাকা লাগানোয় ক্ষুব্ধ শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ঠিক আগে শিলিগুড়ির মাটিগড়া-নক্সালবাড়ি এলাকার মেডিক্যাল মোড়ে গৈরিক পতাকা সরিয়ে তৃণমূলের পতাকা লাগানোর অভিযোগে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলদাস পুলিশ এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নয়, তাঁর তাঁবেদারিতেই ব্যস্ত।' ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সকালে। অভিযোগ, সাধারণ পোশাকে কয়েকজন পুলিশ কর্মী রাস্তায় লাগানো গৈরিক ধ্বজা খুলে ফেলেন এবং কিছু অংশে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা লাগান। শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্ন, 'ওই পথ ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার কথা, তাই কি গৈরিক ধ্বজা সরাতে হল? মমতা ব্যানার্জী কি গেরুয়া ধ্বজা এতটাই অপছন্দ করেন যে ওনার চলার পথে তা রাখা চলবে না?' তিনি আরও লেখেন, তৃণমূলের পতাকা লাগানো এখন মমতা পুলিশের গুরু দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এখনও কিঞ্চিত লজ্জা বোধ থাকায় উর্দি পরে এমন কাজ করতে বাধে, তাই সাধারণ পোশাকে এ কাজ করতে হচ্ছে।' রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি লেখেন, 'সেটা উন্নতির পথে নেই, বরং পদলেহনই এখন পুলিশের মুখ্য কর্তব্য।'

সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রদানে ডিজিটাইজেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন, বকেয়া ও মাসিক পেনশন বিল এখন থেকে অনলাইনেই অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কাছে জমা দেওয়া হবে। সরকারি নথিপত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। চলতি মাস থেকেই ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্র একটি নির্দেশিকায়, পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস ও ট্রেজারিগুলিকে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের কাছে মাসিক হিসেব পাঠানোর সময় থেকে বেতন ও পেনশন বিলের কোনও প্রিন্ট কপি না পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যতদিন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া ডিজিটাল হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বেতন বিল বেতন বিল ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া কিছুদিন বজায় রাখা হবে। অনুমোদনের পর পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট দফতরে সংরক্ষিত রাখতে বলা হয়েছে।

নকশাল নিকেশে কেন্দ্রের 'ঐতিহাসিক জয়': সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের নকশালবিরোধী লড়াইয়ে এক ঐতিহাসিক সাফল্যের দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বুধবার এক্স-এ দেওয়া বার্তায় তিনি জানান, ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ২৭ জন কুখ্যাত মাওবাদী নিহত হয়েছে। তাঁদের মধ্যেই রয়েছেন সিপিআই (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক নম্বালা কেশব রাও ওরফে বসবরাজু, যিনি নকশাল আন্দোলনের শীর্ষ নেতা ও কার্যত মেরুদণ্ড বলে পরিচিত ছিলেন। সুকান্তর কথায়, 'গত তিন দশকে এই প্রথম এত উচ্চপদস্থ নকশাল নেতা নিহত হলেন। এই সাফল্য আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর অসীম সাহসিকতা ও দুর্দমনীয় মনোবলের প্রমাণ।' তিনি গোয়েন্দা সংস্থা ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে কুর্নিশ জানান এই ঐতিহাসিক অভিযানের জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুকান্ত লেখেন, 'মোদি সরকার ২০২৬ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে নকশালবাদের সম্পূর্ণ নির্মূলের লক্ষ্যে এগোচ্ছে। আজ তার একটি জ্বলন্ত অধ্যায় আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।' সুকান্তর মতে, এই সাফল্য শুধু একটি সামরিক বিজয় নয়, বরং ভারতের আত্মবিশ্বাসী, নিরাপদ ও আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার যাত্রাপথে এক মাইলফলক। তাঁর দাবি, 'ভারতের মাটি থেকে নকশালবাদের অবসান এখন সময়ের অপেক্ষা।'

কেন্দ্রের নির্দেশে আগাম বরাদ্দ নিয়ে চুপ রাজ্য সরকার, ক্ষুব্ধ রেশন ডিলাররা

নিজস্ব প্রতিবেদনী বর্ষা আসার আগেই কেন্দ্র বরাদ্দ খাদ্যশস্য আগাম তুলে নিতে বললেও, তা সংরক্ষণের ন্যূনতম পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও কার্যত নীরব পশ্চিমবঙ্গ সরকার। খাদ্যশস্য মজুত করার কোনও রূপরেখা বা প্রস্তুতি নেই রাজ্যের, অথচ সেই দায় গিয়ে পড়ছে রেশন ডিলারদের উপর। ক্ষুব্ধ ডিলাররা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, এই পরিমাণ শস্য রাখার জায়গা নেই দোকানগুলিতে। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু অভিযোগ করেছেন, 'জোর করে পাঠানো হলে খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' তাঁর মতে, গম যদি মজুত করতেই হয়, তাহলে ওপেন সেল স্কিমে কম দামে বিক্রির ব্যবস্থাও করুক সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকার এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার কোনও বার্তা দেয়নি। প্রসঙ্গত, যুদ্ধ পরিস্থিতি ও বর্ষাকালীন দুর্যোগের আশঙ্কায় কেন্দ্র আগাম বরাদ্দ পাঠাচ্ছে যাতে পরবর্তী সময়ে ঘাটতির সমস্যা না হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ বাস্তবসম্মত হলেও, তা রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অদূরদর্শিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজ্য সরকারের দায়সারা মনোভাব এবং পরিকল্পনার অভাবেই এই বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সময় থাকতে পরিকাঠামো গড়ে তোলা বা কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় করার বদলে 'চিঠি এসেছে' বলেই দায় ঝেড়ে ফেলছে নবান্ন। এতে শেষমেশ ক্ষতির মুখে পড়ছেন রেশন ডিলার ও সাধারণ মানুষই।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে জোর, নজরদারিতে পোর্টাল চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গি প্রতিরোধে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় আবর্জনা চিহ্নিতকরণ ও কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারির জন্য রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোথায় আবর্জনার স্তূপ জমেছে, তা জিও-ট্যাগ করে ম্যাপ তৈরি করা হবে। এরপর সেই সব স্থানে দ্রুত সাফাই নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ চালাবে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ না-হলে পোর্টালের মাধ্যমেই বিষয়টি রাজ্যস্তরের কর্তাদের নজরে আনা হবে বলে দফতর সূত্রে জানা গেছে। এদিকে এই উদ্যোগের পাশাপাশি বর্ষায় ডেঙ্গি ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ রুখতে ২৬ মে থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ সাফাই অভিযান বা পালস মোড ক্লিনিং শুরু হচ্ছে। কর্মসূচিকে ১৪ দিনের চারটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে মশার সম্ভাব্য মশার প্রজননস্থলগুলিকে একাধিকবার সাফাই করা হবে। সঠিকভাবে এই ধাপগুলি কার্যকর হলে ডেঙ্গি র প্রকোপ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব। এই কর্মসূচি ঘিরে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর ১৯ মে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে চিঠি পাঠিয়েছে। জনবহুল এলাকায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি এবং ১৪ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এছাড়া, 'ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম'-এর অধীনে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবক ও সুপারভাইজারদেরও উৎসাহিত করছে রাজ্য।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ মে ২০২৫, ৭ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার

বিকাশ ভবনে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের একাংশকে শো-কজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনের সামনে যে সকল চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্দোলন করছেন তাঁদের একাংশকে শো-কজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। কারণ, গত ১৫ মে সেখান যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য এই একাংশকে দায়ী করা হয়েছে পুলিশের তরফে। এরপরই তাঁদেরকেই চিহ্নিত করে শো-কজ করা হয়। সূত্রে খবর, আগামী সাত দিনের মধ্যে ওই প্রতিবাদী চাকরিহারাদের থেকে জবাব দিতে হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে।

গত ১৫ মে বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলন চলাকালীন ওই চাকরিহারারা কী কী বেআইনি কাজে যুক্ত হয়েছিলেন, শো কজ চিঠিতে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁদের থেকে জবাব তলব করেছে পর্ষদ। তাঁরা জানিয়েছে, ওই দিনের ঘটনার ছবি এবং ভিডিও থেকে অনেককেই চিহ্নিত করা গেছে। ভবনের গেট ভাঙা থেকে শুরু করে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, সরকারি কর্মীদের আটকে রাখার মতো অপরাধ করেছেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীরা কেন এমন কাজ করলেন, আর কী জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, তা জানাতে বলা হয়েছে শো-কজের চিঠিতে।

'যোগ্য' চাকরিহারাদের দাবি, ন্যায্য চাকরি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা অবস্থান থেকে নড়বেন না। এই দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। এরপর গত ১৫ মে রাতে তাঁদের আন্দোলনেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে দেন তাঁরা। পরবর্তীতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বহু আন্দোলনকারী গুরুতর আহত হন। তবে এই লাঠিচার্জ কী কারণে তা নিয়ে পুলিশ আগেই ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং চাকরিহারাদের একাংশের বিরুদ্ধে এফআইআরও করা হয়। এমনকী রাজ্য পুলিশের তরফে সংবাদিক বৈঠক করে বলা হয়েছিল, চাকরিহারাদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু সেদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছিল। বেশ কয়েক ঘণ্টা সংযত থাকার পরই পুলিশ লাঠিচার্জ করেছিল। আন্দোলনকারীরা বিকাশ ভবনের কর্মচারী, আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষে হেনস্থা করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তারই ভিত্তিতে এবার কড়া পদক্ষেপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসি-র ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তাতে ২৫ হাজার ৭৩৫ জনের চাকরি গেছে। এই চাকরিহারাদের একাংশই বর্তমানে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান করছেন। যদিও নেতাজি ইনডোরে বৈঠক করে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন বেতনও আটকানো হবে না এবং রিভিউ পিটিশন করা হবে। তবে এখন এই আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁরা নতুন করে চাকরিতে বসতে চান না, আর তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না-করেই রাজ্য আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করায় আন্দোলনে ও অবস্থানের পথে হাঁটেন তাঁরা।

বিশ্ব চা দিবসে তোলা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ১০৫ বছরের পুরাতন ঝুড়ি সিং চায়ের দোকানের ছবি।

চাকরিহারাদের আন্দোলনে ১০০ জনের সংখ্যা বেধে দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকাশ ভবন চত্বরে তুমুল অশান্তির ঘটনায় একাধিক চাকরিহারা শিক্ষককে তলব করেছিল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। আর এই পুলিশি তলবের ঘটনাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন দুই চাকরিহারা শিক্ষক। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে বুধবার ছিল এই মামলার শুনানি। সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিতে দেখা গেল বিচারপতি ঘোষকে। তিনি চাকরিহারা শিক্ষকদের জানান, ৫০ থেকে ১০০ জন একসঙ্গে অবস্থানে বসতে পারবেন। একই সঙ্গে বিচারপতি জানান, 'আপনারা শিক্ষক। এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

আদালত সূত্রে খবর, এ দিন শুনানির সময় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, কেন ওখানে ৫০০ জন বসে আছেন তা নিয়ে। এরপর তিনি জানান, বুধবার থেকে ৫০ থেকে ১০০ জন একসঙ্গে বসতে পারবেন। তার বেশি নয়। সঙ্গে এও বলেন, এই শান্তিপূর্ণ অবস্থানে কোর্ট বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু অন্যের সমস্যা না হয় সেটা চাকরিহারাদের নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের হতাশার কথা অস্বীকার করেননি বিচারপতি ঘোষ। এরই রেশ ধরে বিচারপতি এদিন এও বলেন,'কোর্ট আপনাদের ব্যাপারে মানবিক। কিন্তু বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। রাজ্যও আপনাদের ব্যাপারে মানবিক।' এদিকে এদিন রাজ্যের আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'বিকাশ ভবনের উল্টোদিকে মেলা গ্রাউন্ডে বসুন। শুধু শিক্ষকদের সেখানে বসতে হবে, বাইরের কোনও লোক, কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যকে নয়।' পাল্টা চাকরিহারাদের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র বলেন, বিকাশ ভবনের থেকে ওটা অনেক দূরে।' এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানান, মেলা গ্রাউন্ড থেকে বিকাশ ভবন দূরে নয়। সমস্যা সমাধান করতে পুলিশ ব্যবস্থা করবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'দু'জনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কেস ডায়েরি তলব করব। কেস ডায়েরি হাজির করতে হবে পুলিশকে।' একই সঙ্গে বিচারপতি নির্দেশ দেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার মধ্যে গিয়ে দেখা করতে হবে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টেয় পরবর্তী শুনানি। এ দিন কোনও লিখিত নির্দেশ দেয়নি কোর্ট।

ডিগ্রি বিতর্কে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে হাজিরা শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা চিকিৎসক শান্তনু সেনের ডিগ্রি ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলকে অন্ধকারে রেখে বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করেছেন তিনি। এই ঘটনায় বুধবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সামনে হাজির হতে বলা হয় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদকে। সেইমতো এদিন রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত হন শান্তনু সেন। এরপর রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি দ্বিধাহীন গলায় জানান, কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করেননি। উল্টে এই ইস্যুতে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলকে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি প্রাক্তন এই সাংসদ। চিকিৎসক শান্তনু সেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ। তবে আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ে। বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সম্পাদক। তাঁর বিরুদ্ধেই রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলকে অন্ধকারে রেখে 'এফআরসিপি গ্লাসগো ডিগ্রি' ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় কাউন্সিলের বক্তব্য, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলে নথিভুক্ত না করে কোনও ডিগ্রি ব্যবহার করা যায় না। সেটাই করছেন চিকিৎসক শান্তনু সেন। সেজন্যই এদিন তাঁকে তলব করা হয়। এই প্রসঙ্গে শান্তনু সেন জানান, 'এফআরসিপি ডিগ্রি নথিভুক্ত করার জন্য একাধিকবার কাউন্সিলকে চিঠি দিয়েছি। ভেরিফিকেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিয়মানুযায়ী ফি'ও জমা করেছি। সম্প্রতি দু'বার আরটিআই করেছি। কোনও জবাব আসেনি। আমি কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করিনি। এরপরও কেন আমাকে চিঠি পাঠানো হল, তা যাঁরা চিঠি দিয়েছেন তাঁরাই বলতে পারবেন।' এখানেই শেষ নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলকে কটাক্ষ করে তিনি এও জানান, 'আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল। যা জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার বেশি জবাব তথ্য প্রমাণ-সহ দিয়ে এসেছি। যাঁরা রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের পদে বসে রয়েছেন, তাঁদের এই মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্টের প্রতিটি ধারা মেনে চলা উচিত। যাঁরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের গাফিলতিতে আমার বিদেশি ডিগ্রি যোগ হয়নি।' তবে এই ঘটনায় অনেকের ধারনা, তিনি রাজনীতির শিকার। তবে এ ব্যাপারে একেবারে মুখে কুলুপ আঁটতে দেখা যায় শাসকদলের প্রাক্তন সাংসদকে।

ফিরহাদের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে, বিস্ফোরক হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বেলাগাম হুমায়ুন কবীর। নিশানায় এবার শাসক দলের হেভিওয়েট নেতা ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ-ই শুধু নয়, হুমায়ুন ছাড় দিলেন না সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকেও। হুমায়ুনের বক্তব্য, 'বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে ফিরহাদ হাকিমের গ্রহণযোগ্যতা নেই। মুসলিমদের মধ্যে প্রভাব কমেছে সিদ্দিকুল্লাহরও।' সঙ্গে এ অভিযোগও করেন, '৯ বছর মন্ত্রী থেকেও কিছুই করতে পারেননি সিদ্দিকুল্লাহ।' পাশাপাশি হুমায়ুনের দাবি, কী চাইছেন বাংলার মুসলিমরা তার উত্তর পেতে রাজ্যজুড়ে সমীক্ষাও করাচ্ছেন। তবে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের এলাকায় তাঁর যে জনভিত্তি, তা অটুট রয়েছে বলেও দাবি করলেন ভরতপুরের

বিধায়ক।

হুমায়ুনের কথায়, '২ কোটি ১০ লক্ষ বাঙালি মুসলিম ভোটার রয়েছে। তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নেই ফিরহাদের। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও ৯ বছর মন্ত্রী থাকার সুবাদে কোনও কাজ করতে পারেননি। ফলে মুসলিমদের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি খারাপ হয়েছে। যেটা আগামীদিনে ভোটের ময়দানে প্রমাণ হবে।' এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন এও বলেন, 'গোটা বাংলায় যে সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত আসন রয়েছে সেখানে মুসলিমরা কী চাইছেন, মনের মধ্যে কী চলছে তা জানার জন্যই এই সমীক্ষা। একটা স্পেশ্যাল টিম আমি তৈরি করেছি। তাঁরা সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে বা অক্টোবরের প্রথমেই আমাকে সার্বিক রিপোর্ট দেবে।' প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাসে একাধিক ইস্যুতে মুখ খুলেছিলেন হুমায়ুন কবীর। তাতে কার্যতই দলের অন্দরে তৈরি হয় অস্বস্তি। এই ঘটনায় এখানেই থেমে থাকেনি। শোকজ নোটিসও গিয়েছিল। কিন্তু, এবার ফের নতুন করে ফিরহাদ-সিদ্দিকুল্লাহকে একযোগে তোপ দাগায় তা নিয়ে ফের তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি।

ছেলের মৃত্যুর বিচারে আদালতের দ্বারস্থ মা, চাঁপদানিতে যেন আরেক 'অভয়া কাণ্ড'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সহপাঠীর সঙ্গে ঝগড়ার পর মৃত্যু হয়েছিল দশম শ্রেণির ছাত্র অভিনব জালানের (১৫)। সেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরিয়া তাঁর পরিবার। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি ন্যায়বিচার, এই অভিযোগ তুলে এবার আদালতের শরনাপন্ন হলেন মৃত ছাত্রের মা। গোটা ঘটনায় উঠে আসছে গুরুতর অসংগতি ও রহস্য। হুগলির চাঁপদানিতে মৃত কিশোরের পরিবারের দাবি, এ ঘটনা যেন আরেক 'অভয়া কাণ্ড'-এর প্রতিচ্ছবি। চাঁপদানির আর্য বিদ্যাপীঠ স্কুলে সহপাঠীর সঙ্গে বিবাদের জেরে ১৯ ফেব্রুয়ারি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে যায় অভিনব। তাঁর পরিবারকে সেদিনই জানানো হয় যে, ছেলেকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তে 'কার্ডিয়াক মায়োপ্যাথি'-কে মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখানো হয়। বলা হয়, বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোনও আঘাত ছিল না। যদিও, পরিবারের আইনজীবীর বক্তব্য, 'যদি স্কুলে সহপাঠীর সঙ্গে মারপিট হয়ে থাকে, তবে আত্মরক্ষার জন্য অভিনবের শরীরে আঁচড় বা খামচানোর দাগ থাকার কথা। কিন্তু সেরকম কিছু নেই রিপোর্টে।' সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, পুলিশ মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহ সৎকার করে দেয়, পরিবারের হাতে পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই। এমনকি, মৃতদেহ সৎকারের শ্মশান স্লিপে সই করেন স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি অজয় মুখোপাধ্যায়। আইনজীবীর আরও অভিযোগ, 'বিক্ষোভ শুরু হলে লাঠিচার্জ করে পুলিশ মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়। ঠিক যেমন হয়েছিল 'অভয়া কাণ্ড'-এ।' উল্লেখ্য, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঘটনার সময় ছুটিতে থাকলেও, তিনি পরে ফিরে এসে ভদ্রেশ্বর থানায় মারপিটের একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অভিনবের মা ৬ মার্চ চন্দননগর আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত ইতিমধ্যেই ডিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। গত বুধবার সেই মামলার শুনানি হয়। সেখানে মৃতের পরিবারের তরফে সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। বিচারক আগামী ১৭ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন। পরিবারের অভিযোগ, 'এটা নিছক হৃদরোগে মৃত্যু নয়। তদন্ত প্রক্রিয়ায় গলদ রয়েছে। সত্যিটা সামনে আসুক।'

হজ নিয়েও দুর্নীতি হচ্ছে বাংলায়, বিস্ফোরক অভিযোগ নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হজ নিয়েও দুর্নীতি হচ্ছে বাংলায়, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ এবার করতে শোনা গেল আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। তাঁর অভিযোগ, 'শিক্ষক নিয়োগে যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে, ঠিক সেই একই ভাবে দুর্নীতি হচ্ছে রাজ্যের হজ ইন্সপেক্টর নিয়োগেও।' বুধবার বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়েই তিনি এও জানান, বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ করেছেন নওশাদ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দেশের প্রত্যেক রাজ্য থেকে হজে যান তীর্থযাত্রীরা। নিয়ম অনুযায়ী ১৫০ জন হজ যাত্রী পিছু একজন করে ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হয়। সরকারি কর্মীদের মধ্যে ইচ্ছুকদের আবেদন করতে বলা হয় সরকারের তরফ থেকে। সেই আবেদনের পরে লিখিত পরীক্ষা হয়। লিখিত পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হন, তাঁরা মুম্বইতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেন। আর এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ দিন। প্রয়োজনে বেশিও হতে পারে। পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই ইন্সপেক্টর হিসেবে তারা হজ যাত্রীদের দেখাশোনার সুযোগ পান। কিন্তু নওশাদের অভিযোগ, 'পরীক্ষায় না বসে, প্রশিক্ষণ না নিয়েই ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অনেকেই। অথচ প্রশিক্ষিত, পাশ করাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।' এর পাশাপাশি নওশাদ এও জানান, 'এবছর বাংলায় ৫ হাজার ৪০০ মতো তীর্থযাত্রী হজে যাচ্ছেন। তবে এবার আমরা দেখলাম, মুম্বই থেকে যে তালিকা তৈরি হয়ে এসেছে, সেখান থেকে ১২ থেকে ১৩ জনকে হজ ইন্সপেক্টরের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে নতুন নিয়োগ করা হচ্ছে। তাঁরা কোনও প্রশিক্ষণই নেননি। যাঁদের পাঠানো হচ্ছে, সেটা অবৈধ। ঠিক যেভাবে, চাকরির পরীক্ষা দিল, পাশ করল, তালিকায় নাম আসল না। পরিবর্তে ভুয়ো প্রার্থী ঢুকে গিয়েছিল, এক্ষেত্রে হজের নিয়োগ ইন্সপেক্টর নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়েছে।' এই দুর্নীতির বিষয়ে তিনি সেন্ট্রাল হজ কমিটি, ভারত সরকারে সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রীকেও জানিয়েছেন। কিন্তু সেখান থেকেও কোনও সদুত্তর না মেলায়, আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি।

কলকাতায় ফের অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভারের কাছে উদ্ধার হল বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে মহম্মদ আলাউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ৭ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং দু'টি তাজা কার্তুজ। অভিযোগ, সে একটি অস্ত্র পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত।

এছাড়া, আরেকটি অভিযানে তোপসিয়া থেকে ধরা পড়েছে মহম্মদ ফায়েম ও ফাহিম নামে দুই যুবক। তাদের কাছ থেকে একটি সিঙ্গল শাটার পিস্তল ও একটি তাজা গুলি উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই হেস্টিংস থানায় অস্ত্র আইনের আওতায় একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে। শহরের বুকে বারবার বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে উদ্বিগ্ন পুলিশ, জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে শহরের বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায়।

গাঁজাবোঝাই হলুদ ট্যাক্সি, ভাঙড়ে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: হলুদ ট্যাক্সিতে চাপা গাঁজার পাহাড়! দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে বুধবার সকালে গোপন সূত্রের খবর পেয়ে অভিযান চালায় পোলেরহাট থানার পুলিশ। হাতিশালা এলাকায় একটি ট্যাক্সি থামিয়ে সন্দেহজনক চার জনকে নামিয়ে তল্লাশি চালাতেই মেলে প্রায় ৪০ কেজি গাঁজা।

সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয় চার জনকে।

ধৃতদের দাবি, তাঁরা কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। ট্যাক্সির চালক জানায়, সে শিয়ালদা থেকে যাত্রীদের নিয়ে আসছিল।

শ্যামবাজারের কোণে সময় যেখানে থেমে আছে ১০৫ বছরের চায়ের চুমুকে

রাজীব মুখোপাধ্যায়

শ্যামবাজারের মোড়ে, নেতাজির ঘোড়ার পায়ের ধুলো মেখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট্ট দোকান 'ন্যাশনাল ইকোনমিক রেস্টুরেন্ট'। ১৯২০ সালে শুরু, তখন শহরে ট্রাম চলত দুলতে দুলতে, ব্রিটিশ আমলের গন্ধ ছিল হাওয়ায়। আজ ১০৫ বছর পরেও, সেই একই চা, সেই একই কাঠের বেঞ্চ, শুধু বদলেছে প্রজন্ম।

লালবিহারী বসাক শুরু করেছিলেন। প্রথমে ভাত-মাছের হোটেল, পরে জওহর বসাক চালু করেন ডিম-টোস্ট-চায়ের আড্ডা। জোড়াবাগানের ভাড়া বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করে দোকান সামলাতেন। তখনও 'স্টার্টআপ' শব্দটা জন্ম নেয়নি, তবু ছিল এক অনন্ত জেদের নাম 'ব্যবসা'। এখন সেই দোকান চালান রাজীব ও শুভাশীষ বসাক, চতুর্থ প্রজন্ম। সকাল হোক বা সন্ধে, দোকান টইটম্বুর। কে নেই এখানে! বিকাশ রায় থেকে নচিকেতা, কুমার শানু থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষ। সিনেমার শুটিং হয়েছে, গান বেজেছে, বন্ধুরা প্রেম করেছে। সবকিছুর নিরব সাক্ষী এই দেওয়ালগুলো, যেগুলো খসে পড়ে এখনও ম্যাপে ছবি আঁকে। কাঠের টেবিলে বসে থাকা মানুষজন শুধু চা খেতে আসে না, তারা 'সময়ের চুমুক খায়'। তারা স্মৃতি চিবোয়, গল্প ফোটায়, ইতিহাসকে এক টোস্টের সঙ্গে গিলে নেয়। 'আমরা কিছুই বদলাইনি, এই দোকানটাই আমাদের ইতিহাস' বলেন রাজীব। আসলে, প্রতিটা শহরের দরকার একটা জায়গা, যেখানে সময় আটকে থাকে। ন্যাশনাল ইকোনমিক সেই জায়গা। এখানে চা শুধু পানীয় নয়, এটা উত্তর কলকাতার প্রেম, প্রতীক্ষা আর প্রজন্মের ফেলে আসা দিনের গন্ধ।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট কাণ্ডে শহরে তিন জায়গায় অভিযান ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজিটাল অ্যারেস্ট কাণ্ডে সাত সকালে কলকাতার তিন জায়গায় অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার গণেশ টকিজ এলাকায় কমল সিং নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয় ইডির তরফ থেকে। সূত্রে খবর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের বাসিন্দা কমল সিং। নিজের বাড়িতে ভাড়াও দেন তিনি। এদিন সকালে ইডি আধিকারিকদের একটি দল তাঁর ঠিকানায় পৌঁছায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় বাড়িটি। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, কমল সিংয়ের বাড়িতে চারজন মহিলা পেইন গেস্ট হিসেবে থাকছিলেন। ডিজিটাল অ্যারেস্টকাণ্ডে তাঁদের ঘরে ঢুকেই তল্লাশি শুরু হয়। এরপর উদ্ধার হয় বেশ কিছু নথি। ইডি সূত্রে খবর, ডিজিট্যাল মামলায় তদন্ত শুরু করতেই বাংলায় কয়েকশো 'মিউল অ্যাকাউন্ট'-এর সন্ধান পান ইডির আধিকারিকেরা। এদিকে এক মহিলা অভিযোগ করেছিলেন 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর ফাঁদে পড়ে প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন তিনি। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ। গ্রেপ্তার হন চিরাগ কাপুর ও যোগেশ দুয়ার । ধৃতদের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত, বেঙ্গালুরু থেকে চিরাগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যোগেশের নাম উঠে আসে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর আর্থিক প্রতারণা মামলা হওয়ায় তদন্তে নামে ইডিও। আদালতের নির্দেশে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয় তদন্তকারীরা। এদিকে সূত্রে খবর, প্রতারণা চক্রের মূল মাথা এই চিরাগ। বাড়ি কলকাতায় হলেও দিল্লি ও বেঙ্গালুরু থেকেই কারবার চালাতেন। বয়স্কদেরই প্রধান টার্গেট করা হত। দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ৯০০-র বেশি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল । ইডি গোয়েন্দারা আরও জানতে পেরেছিল, কেবল ডিজিটাল অ্যারেস্ট নয়, আরও একাধিক পদ্ধতিতে সাইবার জালিয়াতির চক্র চালাত চিরাগ-যোগেশ।

পুলিশ মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা উচিত: শুভঙ্কর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত পুলিশ মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা। মঙ্গলবার বেলায় ইছাপুরে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ৩৪তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। এপ্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওনার পুলিশ মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা উচিত। কারন, যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হতেন। সেই মমতার আমলে আজ আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর লাঠি চলছে। তখন পুলিশ মন্ত্রী বলছেন, সীমারেখা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু যেদিন সিঙ্গুরে উনি রাস্তা অবরোধ করে বসেছিলেন। সেদিন ওনার সীমারেখার কথা মনে থাকা নিশ্চয়ই উচিত ছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ছিল। এমনকি নিয়োগে দুর্নীতিও হয়েছে। তাঁর সংযোজন, শিক্ষামন্ত্রী এখনও জেলে আছেন। শিক্ষা দপ্তরের সবাই জেলে। একে একে ছাড়া পাচ্ছেন। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তর যোগ্য ও অযোগ্য নির্ধারণ করতে পারে নি। ফলস্বরূপ, যাদের স্কুলে শিক্ষকতা করার কথা, তাঁরা শিক্ষা দপ্তরের সামনে ধর্ণায় বসেছেন। এটা দেশের ইতিহাসে চরম লজ্জার নির্দশন। রাজীব গান্ধির মৃত্যুবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কংগ্রেস সভাপতি তাপস মজুমদার, কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক ভট্টাচার্য্য, উত্তর ব্যারাকপুর শহর কংগ্রেস সভাপতি নবকুমার মজুমদার প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

এবার চিনকে অর্থনৈতিক শিল্পাঞ্চল তৈরির আহ্বান জানানোর মাশুল গুণতে হবে বাংলাদেশকে

শনির রাতে নেওয়া সিদ্ধান্তে নড়বড়ে হয়েছে পদ্মাপাড়ের বাণিজ্য। কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশের সমস্ত স্থলবন্দরে প্রবেশ নেই বাংলাদেশি রেডিমেড পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাবারের। তবে চাইলে তারা ঢুকতে পারে কলকাতা ও মুম্বইয়ের সমুদ্রবন্দর হয়ে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের জেরে কতটা ফাঁড়ায় পড়তে হবে পদ্মাপাড়ের রাজ্যকে? গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ নিজেদের একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারতের শনির কোপে ৬ হাজার কোটি টাকার অধিক মাশুল গুনতে হবে বাংলাদেশকে। যা বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ রফতানির সমান। এই বিধিনিষেধের মাধ্যমে ভারত এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে বলেই মত GTRI-এর। একদিকে বাংলাদেশের প্রতি কড়া সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, চিনের দিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে নয়াদিল্লি, জানানো হয়েছে সেই প্রতিবেদনে। কিন্তু কেন এতটা ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশকে? পদ্মা পাড়ে ব্যবসায়ীদের জন্য এই গোটা বিপদটা ডেকে এনেছেন তাদের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েই বিপাকে পড়েছেন তিনি। সম্প্রতি, চিন সফরে গিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিকে 'অবরুদ্ধ' বলেছিলেন তিনি। পাশাপাশি, চিনকে অর্থনৈতিক শিল্পাঞ্চল তৈরির আহবান জানিয়ে নিজেদের 'সাগর-সম্রাট' বলেছিলেন তিনি। এবার সেই মন্তব্যের মাশুলই গুনতে হচ্ছে গোটা বাংলাদেশকে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিবছর শুধুমাত্র ভারতেই বিভিন্ন বন্দর হয়ে ৫ হাজার কোটি টাকার পোশাক ও বস্ত্র পণ্য পাঠিয়ে থাকে বাংলাদেশ। যা এবার হল বন্ধ।

শব্দবাণ-২৮০

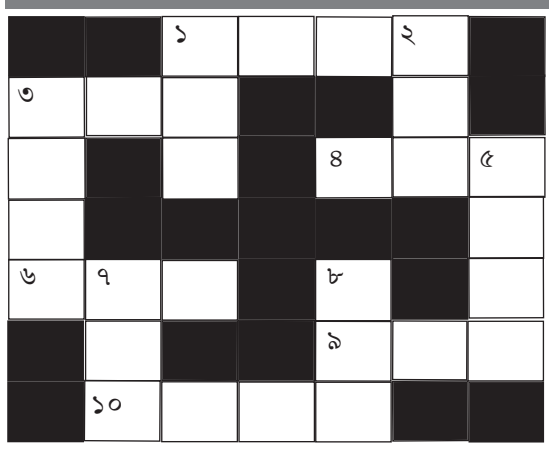

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. উপাধি ৩. মৈনাক পর্বত ৪. চলছে এমন, চলন্ত ৬. শুভাশুভ লক্ষণ ৯. সুন্দর, শোভাময় ১০. ভদ্র ব্যবহার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দুই ২. গৃহ,ভবন ৩. মিষ্টভাষিণী ৫. ভর্ৎসনা, ধমক ৭. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ৮. পানীয়।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৯

পাশাপাশি: ২. দেববাহন ৫. বীতি ৬. কোড়া ৭. উভ ৮. বিত্ত ১০. মধুপবন।

উপর-নীচ: ১. স্নেহ ২. দেশিকোত্তম ৩. বাজু ৪. নবীভবন ৯. কাপ ১১. ধুনী।

জন্মদিন

আজকের দিন

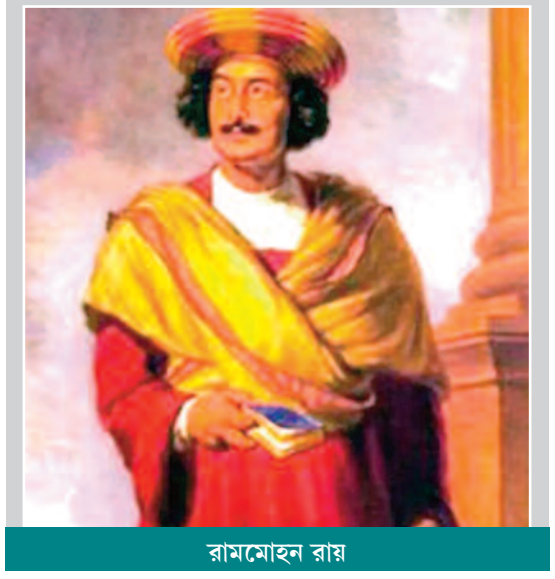

রামমোহন রায়

১৭৭২ বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়ের জন্মদিন।

১৯৪০ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এরাপল্লী প্রসন্নর জন্মদিন।

১৯৫৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মেহবুবা মুফতির জন্মদিন।

জাতিগণনা ও সামাজিক ন্যায়: তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন

পল্লব মণ্ডল

মোদী সরকারের আদমশুমারিতে জাতি অন্তর্ভুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত সাহসী, পরিবর্তনকারী ও প্রশংসনীয়। জাতিগণনা হলো কোটি কোটি মানুষের জীবন্ত বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। এটি একটি ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত গঠনের লক্ষ্যে প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোনো দেশ তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে পারে না। স্বাধীনতার পর ভারত একই সাথে জাতি ব্যবস্থাকে সমাপ্ত করার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এই দুটি লক্ষ্য আসলে পরস্পরবিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। জাতিজনগণনা না করা ছিল জাতি-অন্ধত্বের ফল। অথচ সংবিধান শিক্ষা, চাকরি ও নির্বাচনে সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বলেছে, যার জন্য সঠিক জাতিভিত্তিক তথ্য প্রয়োজন।যদিও সংবিধানে 'ত্বস্তুস্ব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে যে পিছিয়ে পড়া 'শ্রেণী ' চিহ্নিত করার জন্য জাতি একটি জরুরি মাপকাঠি এবং সংরক্ষণ নীতি বজায় রাখার জন্য বিস্তারিত জাতিভিত্তিক তথ্য দরকার। ১৯৫৫ সালে 'Thoughts on Linguistic States' বইয়ে ডঃ বি.আর. আম্বেদকর ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে জাতির তথ্য বাদ দেওয়াকে ক্ষুদ্রছোট বুদ্ধির কাজক্ষু বলেছিলেন। সঠিক তথ্য সংগ্রহ হলো অন্তর্ভুক্তির প্রথম ধাপ। শুধুমাত্র সংরক্ষণের জন্যই নয়, পরিকল্পনা তৈরি ও বৈষম্য কমাতেও জাতিভিত্তিক তথ্য প্রয়োজন। এটি সংগ্রহ না করায় ভারতের অনেক পিছিয়ে পড়া মানুষ সরকারি হিসেবে অদৃশ্য থেকে গেছে। এর ফলে উচ্চবর্ণ ও প্রভাবশালী ওবিসি গোষ্ঠী জাতি পরিচয় গোপন রেখে সম্পদ ও ক্ষমতার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করেছে। পিছনের দিকে তাকালে, এটি ভারতের সবচেয়ে বড় নীতিগত ভুলগুলির মধ্যে একটি।

আইনি ও প্রশাসনিক আবশ্যকতা

১৯৫১ সাল থেকে আদমশুমারিতে তপশিলি জাতি (এসসি) ও তপশিলি উপজাতিদের (এসটি) গণনা করা হলেও ওবিসিদের বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ এই তিনটি গোষ্ঠীই শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের জন্য সাংবিধানিকভাবে যোগ্য। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় ওবিসিদের জন্য সংরক্ষিত আসন না থাকার যুক্তি (যা এসসি/এসটিদের আছে) ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভেস্তে যায়। কারণ এই সংশোধনীগুলি পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির নির্বাচনী এলাকায় এসসি/এসটিদের পাশাপাশি ওবিসিদের জন্যও সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করে। এই বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য বিশদ, এলাকাভিত্তিক ওবিসি তথ্য প্রয়োজন। ২০১৯ সালে উচ্চবর্ণের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের (EWS) জন্য শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের প্রবর্তনের সাথে সাথে, সমস্ত বর্ণের একটি ব্যাপক গণনা এখন একটি আইনি বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। ভারতের সংরক্ষণ নীতি বর্তমানে গভীর তথ্যশূন্যতার মধ্যে চলছে। ফলে শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর খেয়ালখুশি মতো দাবি তুলছে এবং সরকারের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নেওয়া সিদ্ধান্তের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। নির্ভরযোগ্য জাতিভিত্তিক তথ্য থাকলে মারাঠা, পাতিদার, জাট এবং অন্যান্যদের দাবি ন্যায্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। সরকারের কাছে থাকা সীমিত তথ্য গভীর বৈষম্য প্রকাশ করে। ভারত সরকার কতৃক বিচারপতি জি. রোহিনী কমিশনের কাছে জমা দেওয়া তথ্য অনুসারে, মাত্র ১০টি ওবিসি জাতি ওবিসিদের জন্য সংরক্ষিত ২৫ শতাংশ সরকারি চাকরি ও শিক্ষা আসনের সুবিধা নিয়েছে, যেখানে এক চতুর্থাংশ ওবিসি জাতি ৯৭ শতাংশ সুবিধা পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, ৩৮ শতাংশ ওবিসি জাতি মাত্র ৩ শতাংশ সুবিধা পেয়েছে এবং আরও ৩৭ শতাংশ কিছুই পায়নি। অতএব, জাতিজনগণনা একটি প্রশাসনিক আবশ্যকতাও - সুবিধাভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধ করতে, সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে যুক্তিসঙ্গত উপ-শ্রেণী বিভাজন করতে এবং ক্ষ্মক্রিমি লেয়ারক্ষ্ম-এর আরও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে আবশ্যিক। জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ দশবার্ষিক আদমশুমারির বাইরেও বিস্তৃত হওয়া উচিত। সরকারের সমস্ত পর্যায়ক্রমিক সমীক্ষায় এসসি ও এসটিদের পাশাপাশি ওবিসি ও উচ্চবর্ণের গণনা করা উচিত। আংশিক গণনার যুগের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

২০১০ সালে সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে ২০১১ সালের আদমশুমারিতে জাতি গণনার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে ৪,১৪৭টি জাতি নথিভুক্ত হয়েছিল (তৎকালীন 'নিচু জাতি' বাদে)। 'Anthropological Survey of India' ৬,৩২৫টি জাতি চিহ্নিত করেছিলো। কিন্তু ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত আদমশুমারি (SECC), যা দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার পরিচালনা করেছিল, একটি বিপর্যয় ছিল। এটি ৪৬ লক্ষ জাতির হাস্যকর সংখ্যা তৈরি করে এবং কখনই প্রকাশ করা হয়নি।

কী ভুল হয়েছিল? প্রথমত, এসইসিসি (SECC)-২০১১ আদমশুমারি আইন, ১৯৪৮-এর অধীনে পরিচালিত হয়নি এবং এর আইনি কর্তৃত্ব ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটি কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল, যাদের জটিল socioéôéanthropological survey পরিচালনার কোনো দক্ষতা ছিল না। তৃতীয়ত, জাতি সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট প্রশ্নগুলি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে , অপ্রশিক্ষিত গণনাকারীরা জাতি, উপাধি, উপ-জাতি, গোত্র, বংশের নাম, পদবি এবং বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীকে গুলিয়ে ফেলেছিল। ফলস্বরূপ, একটি বিশৃঙ্খল, অব্যবহারযোগ্য ডেটা সেট তৈরি হয়। এটি কি অন্তর্ঘাত ছিল নাকি অযোগ্যতা? যাই হোক না কেন, একটি ঐতিহাসিক সুযোগ নষ্ট হয়েছিল। অন্যদিকে, বিহারের জাতি সমীক্ষায় গণনাকারীদের রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট ২১৪টি যাচাইকৃত জাতির তালিকা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে 'অন্যান্য জাতি'র জন্য ২১৫তম বিকল্প ছিল। সমীক্ষাটি সুপরিকল্পিত ও সুচারুরূপে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি দেখিয়েছে যে একটি সঠিক বিশ্বাসযোগ্য জাতিজনগণনা সম্পূর্ণ সম্ভব।

সফল জাতিগণনার রূপরেখা

এসইসিসি-২০১১ এর ব্যর্থতা এড়াতে কিছু পদক্ষেপ জরুরি , প্রথমত, আইনি ভিত্তি ১৯৪৮ সালের আদমশুমারি আইন সংশোধন করে জাতিগণনা বাধ্যতামূলক করা এবং রাজনৈতিক প্রভাব থেকে প্রক্রিয়াকে মুক্ত রাখা।

দ্বিতীয়ত, সঠিক সংস্থা কাজটির দায়িত্ব শুধুমাত্র ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনারের কার্যালয়কে দেওয়া, কারণ তারাই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। অন্যান্য অনভিজ্ঞ মন্ত্রণালয়কে এই দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত, পরিমার্জিত প্রশ্নমালা উপ-জাতি, জাতি (অন্যান্য পরিচিতি সহ), বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী, এবং জাতি-সংযুক্ত পদবী সহ বন্ধ-বিকল্প প্রশ্ন ব্যবহার করা। শুধু 'জাতি' অথবা পদবী বিকল্প রাখলে ভুল হতে পারে, কারণ বিশ্বাস, ঘোষ, দাস , সিং বা ভান্ডারি-এর মতো কিছু জাতি নাম একাধিক সম্প্রদায়ের হতে পারে। নকল এড়াতে এবং বিভ্রান্তি দূর করতে প্রতিটি জাতির জন্য অনন্য ডিজিটাল কোড ব্যবহার করা ।

চতুর্থত, রাজ্যভিত্তিক জাতি তালিকা রাজ্য সরকার, সমাজবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর নেতাদের সাথে পরামর্শ করে খসড়া তালিকা তৈরি করা। চূড়ান্ত করার আগে অনলাইন প্রকাশ করে জনসাধারণের মতামত নেওয়া। প্রশ্নমালা তৈরির ক্ষেত্রেও একই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা।

পঞ্চমত, গণনাকারীদের প্রশিক্ষণ অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, যেখানে বাস্তব উদাহরণ, করণীয়-বর্জনীয় এবং স্থানীয় জাতিগত সূক্ষ্মতা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকবে।

ষষ্ঠত, ডিজিটাল সরঞ্জাম গণনাকারীদের হাতে যাচাইকৃত জাতি তালিকা সহ হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস দেওয়া। মানুষের ভুল কমাতে ডেটা এন্ট্রি শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত বিকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

সপ্তমত, প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মী তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়ের গণনাকারী নিয়োগ করা এবং এমন এলাকায় নিয়োগ করা যেখানে তাদের কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই।

অষ্টমত, স্বতন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ নমুনা নিরীক্ষা এবং তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করণের জন্য জেলা-স্তরে কমিটি গঠন করা।

নবমত, পাইলট টেস্টিং দেশব্যাপী চালুর আগে পদ্ধতি পরিমার্জন করতে তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং আসামের মতো বিভিন্ন রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সমীক্ষা চালানো।

১৯৫১ সাল থেকে প্রতিটি আদমশুমারিতে সরকার সফলভাবে প্রায় ২,০০০ তফসিলি জাতি ও উপজাতিকে গণনা করেছে। বাকি প্রায় ৪,০০০ ওবিসি এবং উচ্চবর্ণের (যার বেশিরভাগই রাজ্য-নির্দিষ্ট) গণনা করা শুধু আবশ্যিকই নয় ,বরং দীর্ঘদিনের বকেয়া। বিলম্বিত ২০২১ সালের আদমশুমারি এই তথ্যগত ফাঁক পূরণ করার এক বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। জাতিভিত্তিক সামাজিক পরিকাঠামোকে অস্বীকার করা ও বিলম্বের সময় শেষ, এখন সঠিক জাতিগণনার সময়।

অখণ্ড আধুনিক ভারতবর্ষই ছিল রাজা রামমোহনের স্বপ্ন

শুভজিৎ বসাক

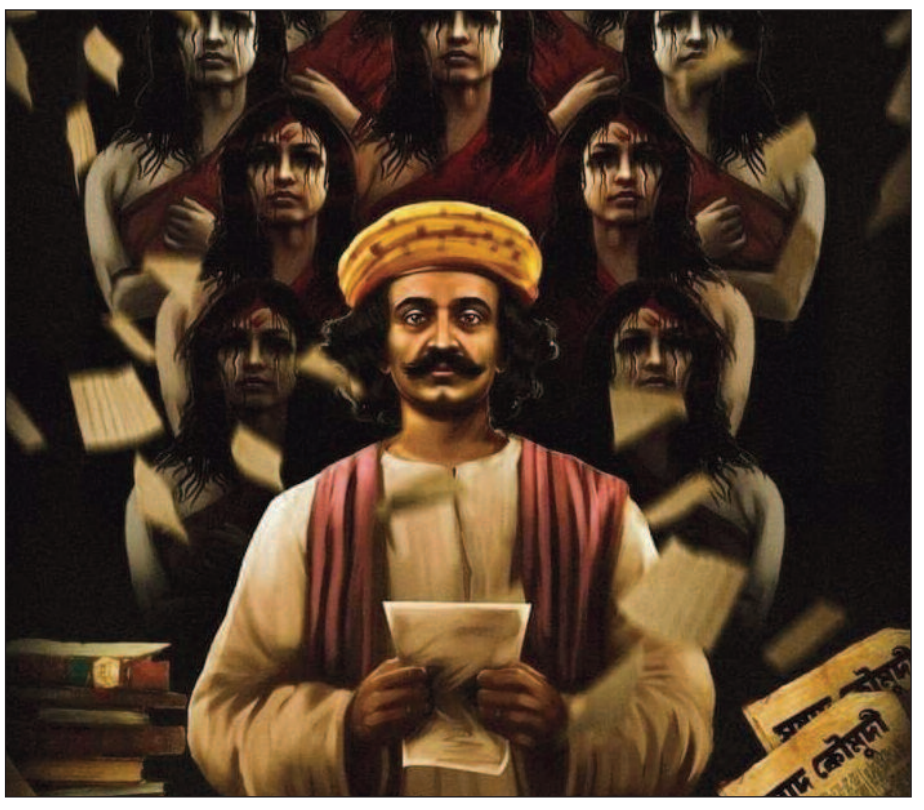

সম্প্রতি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে নানা বদল এসেছে আর তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও তর্ক বিতর্কও হয়ে চলেছে। অথচ যে মানুষটা না থাকলে আধুনিক ভারতের কল্পনাই করা সম্ভব হতো না সেই মানুষটার কথা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে কিনা সেটা অনুচ্চারিত হয়েই থাকছে। তিনি রাজা রামমোহন রায়, তৎকালীন পরাধীন অখণ্ড ভারতে সর্বপ্রথম তাঁর কর্মপরিসরের দক্ষতায় নবজাগরণের জোয়ার ডেকে এনেছিলেন যার দরুন আজকের ভারত বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে- একথা তৎকালীন অখণ্ড ভারত থেকে ভাগ হয়ে যাওয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নতুন করে জানার সময় হয়ে এসেছে।

রাজা রামমোহন রায়, ১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ সালের ২২শে মে যখন ভূমিষ্ঠ হন তার কিছু বছর আগেই অখণ্ড ভারতে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজরা কূটনৈতিক ভাবে দেশে প্রবেশ করে নিজেদের হাতে ক্ষমতার রাশ তুলে নেয়। আস্তে আস্তে উচ্চবিত্ত ভারতীয় মারফৎ নিচু স্তরেও ইংরেজরা তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। ভারতে মধ্যযুগীয় মাৎস্যন্যায় আরও জোরালো হয়। চলমান কুৎসিত সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রথার জেরে সর্বস্তরে স্ত্রীদের অস্তিত্বকে খেলনায় রূপ দেওয়া শুধু নয়, যে শিক্ষাকে বাইরের বিশ্বের সাথে সমগ্র ভারতকে জুড়ে আধুনিকতার আলো দেখাতে পারত তাকে একেবারে মুষ্টিমেয় করে তোলা হয়। রামমোহন পরাধীন ভারতে আধুনিকতার আলো জ্বালাতে শুরু করেন।

তিনি নিজে ছোটবেলায় নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের কাছে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা শেষ হতেই কিশোর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পাটনায় এসে ফার্সি ও আরবি শেখেন। আরবির মাধ্যমে অধ্যয়ন করেন গ্রিক জ্যামিতি, এথিক্স। কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রের পাঠ নেন। বেদান্ত ও উপনিষদের শিক্ষায় ভরপুর হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মৌলবাদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে কথা বলতেই তিনি অনেকের অপ্রিয় হয়ে উঠলে তিনি কুসংস্কারের গোঁড়া অনুভব করে বুঝেছিলেন যে বহির্বিশ্বের সাথে সমগ্র ভারতের যোগাযোগ মাধ্যম থাকা প্রয়োজন সেজন্য সংবাদপত্রের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৮০৩ সালে ফার্সি ভাষায় তৎকালীন

সমাজের প্রান্তিক মানুষের চিত্র নিয়ে প্রথম সংবাদপত্র 'তাহাফত -উল-হুয়াহহিদ্দিন' বা 'একেশ্বরবাদীদের জন্য প্রদত্ত উপহার' প্রকাশ করেন। এরপরে ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ কৌমুদী' ছিল রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় পত্রিকা যার মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'ভাবেই সংবাদপত্রের জগতে প্রবেশ করেন। তৎকালীন গোঁড়া কুসংস্কারগুলো দূর করার জন্য সংস্কারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেলেও ধর্মের প্রচলিত প্রথা বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লেখার জন্য 'সংবাদ কৌমুদী'- এর জনপ্রিয়তা কমে গেলে প্রচারসংখ্যাও নেমে যায়। ফলে পত্রিকটি ১৮৩৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে ১৮২২ সাল থেকে প্রতি শুক্রবার করে প্রকাশিত হতে থাকে রামমোহনের তৃতীয় সংবাদপত্র 'মিরাৎ উল্ আখবার' বা 'সময়ের দর্পণ', যেখানে সারা ভারতের সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থাও তুলে ধরে শিক্ষিত সমাজ যেন দেশের মানুষের কথা বুঝে এগিয়ে আসে; সে দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। এরপরে রামমোহন রায়ের প্রকাশিত বাকি ২টি পত্রিকার মধ্যে একটি 'জান-ই-জাহাপনামা' যেটি উর্দু ও ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত হত এবং 'বেঙ্গল হেরাল্ড' প্রকাশিত হতো ৪টি ভাষায়। টানা ১৩ বছর প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করলে রামমোহন রায় এক পর্যায়ে পত্রিকা বন্ধ করে দিলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই তৎকালীন ভারতীয় ও ইউরোপীয় সম্পাদকদের চাপে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বিদ্যমান সংবাদপত্র আইন শিথিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গভর্নর জেনারেল জন অ্যাডাম ১৮২৩ সালে গৃহীত বেঙ্গল রেজুল্যশন্স অনুসরণে সেইবছর মুদ্রণের জন্য লাইসেন্স প্রথাও চালু করেছিলেন।

সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য বহুমুখী পড়াশুনা তাঁর কাজকে সহজ করেছিল। নৈকট্য ঘটিয়েছিল বহু বিদ্বজনের সাথে এর সুফলে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রসিদ্ধ কিছু স্কুল ও কলেজ। নিজেও মাতৃভাষাকে সহজ ও পরিকাঠামোগত ভাবে সমৃদ্ধ করতে বাংলা গদ্যভাষার প্রচলন শুরু করেন যা মূলতঃ সতীদাহ প্রথা নিবারণকল্পে তাঁর প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছিল ও গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রচলন করেন যা বাংলা ভাষার ভিত গড়ে দেয়। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক যা যা ইতিবাচক, ভালো যা কিছু সামাজিক ও দেশীয় স্বার্থে উপকারে আসতে পারে তাকে তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী দেশবাসীর স্বার্থে মন্থন করে এনেছিলেন আর আস্তে আস্তে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে তিনিই প্রথম অখণ্ড ভারতের সমগ্র ভারতবাসীকে অনুভব করতে সাহায্য করেছিলেন- একথা অনস্বীকার্য।

অতএব আধুনিক ভারতকে জানতে গেলে রাজা রামমোহন রায়কে জানতেই হবে নচেৎ বহির্বিশ্বের সাথে মধ্যযুগীয় ভারতকে পরিচয় করিয়ে মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে পাশ্চাত্যের সাথে মেলবন্ধন করিয়ে মাথা তুলে দাঁড় করানোর সাহস জোগানোর পদক্ষেপগুলো অসম্পূর্ণ পরিসরে জানা হবে। এই বাংলার মাটিতেই সেই নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, অখণ্ড ভারতকে জাগিয়ে তোলার কঠিন কাজটা রামমোহন একার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তবে আক্ষেপ এটাই যে ভারত যখন তিনটে টুকরো হয়েছিল তাঁর দেশীয় স্বার্থে অবদানগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে ভুলিয়ে রেখে বহু রাজনীতিকরা রাজনৈতিক সুবিধা চরিতার্থ করার স্বার্থে দাঙ্গা বাঁধিয়ে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে তাই রাজনীতিকরা কালের গহ্বরে অনুজ্জ্বল হয়ে গেলেও রাজা রামমোহন রায় 'রাজার' মতোই সমগ্র ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বলময় অধ্যায় হয়ে থাকবেন।

একদিন পত্রিকার খবরের জের

গ্রামীণ হাসপাতালে ফের চালু এক্স-রে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ‘একদিন’ পত্রিকার খবরের জেরে অবশেষে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পুনরায় চালু হল এক্সরে পরিষেবা, সারাই করা হল এক্সরে মেশিন, খুশি রোগী, রোগীর আত্মীয় এবং এলাকার মানুষেরা।

গত ২৯ এপ্রিল ‘একদিন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে দীর্ঘ একমাস ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে থাকা এক্স-রে মেশিনে ভোগান্তি এলাকার মানুষের। কোতুলপুর ব্লক এলাকার কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন পরিষেবা নেয় এই কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। এই হাসপাতালে একটি মাত্র এক্স-রে মেশিন ছিল। সেটা দীর্ঘ একমাস ধরে নষ্ট হয়ে থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হতে হত এলাকার মানুষকে। বারংবার তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েও কোনও সুরাহা পায়নি।

অবশেষে সেই খবর সম্প্রচার করা হয় এলাকার এবং এলাকার মানুষের সমস্যার কথা দেখানো হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলা। তড়িঘড়ি কোতুলপুর গ্রামের হাসপাতাল এবং বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলা তৎপরতায় নষ্ট হয়ে থাকা এক্সরে মেশিন সারাই করে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার থেকেই এক্স-রে পরিষেবা পাচ্ছে এলাকার সাধারণ মানুষ। আর এতেই খুশি রোগী, রোগীর আত্মীয় থেকে কোতুলপুর ব্লক এলাকার মানুষজন।

তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বর্তমানে পুরনো মেশিনটাই ঠিক করে পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই নতুন ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন বসানো হবে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

বর্ধমান-কালনা রুটে একাধিক বাম্পারে সমস্যায় বাসচালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্ধমান-কালনা রুটে রয়েছে একাধিক বাম্পার। প্রতিনিয়ত বাস নিয়ে যেতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়ছেন বাসচালকরা। একই সঙ্গে কালনা থেকে বর্ধমান পৌঁছতে লাগছে দীর্ঘক্ষণ সময়। বিভিন্নবার বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কোনও ফল না হওয়ায়, অবশেষে ধাত্রীগ্রাম মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে বর্ধমান কালনা রুটের বাসচালকরা বাস ধর্মঘট ডাকে। বুধবার সকাল থেকেই ওই রুটের সমস্ত বাস চালকরা বাস বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানায়। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীরা।

বাসচালকরা জানিয়েছেন, বর্ধমান কালনা রুটে একাধিক বাম্পার রয়েছে। বাম্পার থাকুক স্কুল, কলেজ, হসপিটাল যেই এলাকা গুলিতে রয়েছে তার সামনে, কিন্তু সর্বত্র বাম্পার থাকলে যেমন গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে, তেমনই ক্ষতি হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। সময় লাগছে বাস পৌঁছতে। দীর্ঘক্ষণ একই সঙ্গে বাসেরও ক্ষতি হচ্ছে। আর সেই কারণেই এই ধর্মঘটে সামিল হন সকলে।

দুর্ভোগে পড়া এক যাত্রী জানিয়েছেন, খুবই অসুবিধা হয় কিছুটা যেতে না যেতেই ফের ঝাঁকুনি সহ্য করতে হয়। কেউ কিছুই করছে না। অযথা বাম্পার বানানো আছে। বাম্পার পার হতেই তো বাসগুলোকে আস্তে চলতে হচ্ছে। সময়ে কেউ গন্তব্য পৌঁছতে পারে না। যারা উদ্যোগ নিয়ে এই সমস্ত বাম্পার বানিয়েছে তাদের বোঝা উচিত যে সড়কে বাস চলে সেই এত বাম্পার বানালে বাস কী করে চলবে। তার চেয়ে সড়কে বাস বা কোনও গাড়ি না চলতে দিলেই হয়।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সিটুর ডেপুটেশন স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন আগে ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখার সমুদ্রগড় স্টেশনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ২৪ তারিখের মধ্যে রেলের জায়গায় থাকা সমস্ত দোকান-গুমটি সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় রেল আধিকারিকরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে। সেই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে এই হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়ে সিটুর তরফ থেকে সমুদ্রগড় স্টেশনে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।

তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন যাবত রেলের জায়গায় দোকান করে ছোট ব্যবসার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের অন্নের সংস্থান করে আসছেন। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে কোনও ভাবেই তাঁদেরকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এমনই দাবি তোলেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীরা বলেন, এ লড়াই রাজনীতির লড়াই নয়, এ লড়াই রুজিরুটির লড়াই। তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলেছেন। আলোচনার মাধ্যমে না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে এদিন জানান তাঁরা। আন্দোলন চলতে থাকবে কোনও ভাবেই হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। সকলকে তাঁরা পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

ট্যাংকারের পিছনে লরির ধাক্কায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বুধবার সাতসকালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পানাগড় সেনা ছাউনির ৩ নম্বর গেটের কাছে ওভারপুলে আসানসোলগামী রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মোবিলের ট্যাংকারের পিছনে ধাক্কা মারে একটি লরি। লরির ভিতরে চেপ্টে গিয়ে মৃত্যু হয় চালক ও খালাসির। ইঞ্জিনের ভিতরেই আটকে পড়ে লরির চালক ও খালাসির দেহ।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ। পুলিশ দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় দু'জনের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের আসানসোলগামী রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে প্রথমে সার্ভিস রোড দিয়ে সমস্ত গাড়িকে পার করায়। পরে জাতীয় সড়কের উপর থেকে মোবিল সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পিয়াসাড়া ষ্টেশন পটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি. নং.- ৭৪ এইচ.জি., তারিখ- ১৫.০৫.১৯৬১

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো সদস্যদের আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে ২২.০৫.২০২৫ থেকে ৩০.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রপ্তিস্বীকার স্বাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত সকল দাবি/ অভিযোগের উপর আগামী ০২.০৬.২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর দ্বারা পিয়াসাড়া ষ্টেশন পটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ সমিতির অফিসঘরে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ০৩.০৬.২০২৫ তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ - ২১.০৫.২০২৫
আয়মাপাহাড় পুর, তারকেশ্বর, হুগলী

মৌসুমী চক্রবর্তী
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
পিয়াসাড়া ষ্টেশন পটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গোবরহাঁড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.- ৪০ এইচ.জি., তারিখ- ০১.০৫.১৯৬১
গ্রাম- গোবরহাঁড়া, পোঃ- বাসুড়ী, ব্লক-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী
ফোন- ২৯৫৩৪২ ঃঃ gobarhanrahskusltd@gmail.com

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উক্ত সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাকে জানানো হচ্ছে যে, সমিতির ডেলিগেট নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির নোটিস বোর্ডে টাঙানো হয়েছে।

উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো সদস্য/সদস্যার আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে ইংরেজির ২২.০৫.২০২৫ থেকে ৩০.০৫.২০২৫-এর মধ্যে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে সমিতির অফিসে জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত আপত্তি গুলি আগামী ইংরেজির ০২.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, গোবরহাঁড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিসঘরে শুনানী হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন আবেদনকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানী শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরেজি ০৯.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টার সময় সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ - ২১.০৫.২০২৫

প্রলয় বিশ্বাস
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
গোবরহাঁড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
গোবরহাঁড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Indian Bank

জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল
জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৭৬

চুঁচুড়া জোনাল অফিস/আদিসপ্তগ্রাম শাখা
পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৪.০৩.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী রুহুল মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত রহিম মন্ডল গ্রাম - বড়খাজুরিয়া পো-কোন্নগর, থানা - মগরা, জেলা - হুগলি, ৭১২১২১, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতী রীনা বিবি (জামিনদাতা) স্বামী রুহুল মন্ডল গ্রাম - বড়খাজুরিয়া পো-কোন্নগর, থানা - মগরা, জেলা - হুগলি, ৭১২১২১, পশ্চিমবঙ্গ, আদিসপ্তগ্রাম শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৮৮৬১৮২ **টাকা (আট লাখ ছিয়াশি হাজার একশ বিরাশি টাকা) ০৪.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং **০৫.০৩.২০২৫ থেকে** উক্ত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ মে ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৮৯৫২৪২ (আট লাখ পঁচানব্বই হাজার দুশো বিয়াল্লিশ টাকা) ২১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২২.০৫.২০২৫ থেকে উক্ত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ পুনরায় আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।**

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০১ কাঠা ০১ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি বা ১.৭৫ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মগরা, জেএল নং ৪৯,আরএস দাগ নং ১৯০, এলআর দাগ নং ১৯০, সাবেক খতিয়ান নং ১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৯৭০, মৌজা : বড়খাজুরিয়া, থানা : মগরা, জেলা হুগলি,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর , হুগলি সমীপে উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং ৬০৪৪-২০১৮ সালের ০২.০৩.২০১৬, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৬০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১০৩৯২৫ থেকে ১০৩৯৪১, সম্পত্তি শ্রী রাহুল মন্ডলের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, **দক্ষিণে :** সিরাজ মন্ডলের ভবন, **পূর্বে :** কুদ্দুস মন্ডলের ভবন, **পশ্চিমে :** দাউদ রহমানের ভবন।

তারিখ : ২১.০৫.২০২৫, স্থান : আদিসপ্তগ্রাম **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

UNITY

রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি ১১০০৫৭ কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু, **ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল **২০.০৫.২০২৫** তারিখে।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বন্ধকদত্ত/জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটেশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. রাজ জুয়েলার্স (ঋণগ্রহীতা) ২. বিশ্বজিৎ ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা) ৩. মায়া সাহা (সহ ঋণগ্রহীতা) ৪. গণেশ ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং : USF-BKOLLOAN000005017182	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ১ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : আমডাঙ্গা, জেএল নং ৪৮, তৌজি নং ১৩, আরএস নং ৯০, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৩/১, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৬৮৫,আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮৮০, থানা : আমডাঙ্গা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : (টেকনিক্যাল ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) উত্তরে :** জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮৮০, স্কিম প্লট নং সি/২, **দক্ষিণে :** অর্ধেন্দু বিশ্বাসের জমি, **পূর্বে :** করুণা সামন্তর জমি, **পশ্চিমে :** মায়ারানির জমি।	দাবি নোটিশ তারিখ ০৯.০১.২০২৫, পরিমাণ ৩৭,২১,৩০৪.৬৮ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার তিনশ চার টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) টাকা ০৬.০১.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।

তারিখ - ২২.০৫.২০২৫ স্থান - পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP):

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming of IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time	Address / Link for joining webinar
24-May-2025	Physical	5:30 p.m.	Coffee House Classic, Avarland, NH16, Uluberia, North 24 Paraganas, West Bengal -711 316.

For any queries/ clarifications please contact : Anurag Somaiya - 96749 66362.
Date : May 21, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

Bally Co-operative Bank Limited

Head Office: 396, Grand Trunk Road, Bally, Howrah- 711201
(Regn. No.08 dated-03/10/1925)

Memo No.- 11/Delegate Election/2025 Date: 19-05-2025

NOTICE

In pursuance of Memo No. 3854-CEC/IV-01/2012-13 dated 17.11.2023 of the Secretary, Cooperative Election Commission, W.B., read with Regulation-2012 issued under notification no. 15/CEC dated 13.04.201214-II-6/12 Dated 24.07.2024 read with corrigendum order no.1130-II-6/12 Dated 09.09.2024 of the Returning Officer and Assistant Registrar of Cooperative Societies, Howrah Range, all concerned are hereby informed that the Election of Delegates of the above mentioned Society will be held on **22.06.2025(Sunday)** as per Election Schedule given below:

SCHEDULE FOR DELEGATE ELECTION

SL. No.	Programme	Date	Time	Place
1.	Issue of Nomination Papers	24.05.2025 & 26.05.2025	11:00 a.m. to 02:00 p.m.	Bank Head Office
2.	Receive of Nomination Papers	27.05.2025 & 28.05.2025	11:00 a.m. to 02:00 p.m.	Bank Head Office
3.	Scrutiny of Nomination Papers	30.05.2025	12:30 p.m. to till completion	Bank Head Office
4.	Publication of Valid Nomination Papers	30.05.2025	After Scrutiny	Bank Head Office Notice Board
5.	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	31.05.2025	Up to 3:00p.m.	Bank Head Office
6.	Publication of Final List of Contesting Candidates	31.05.2025	After 3:00 p.m.	Bank Head Office Notice Board
7.	Election (if required)	22.06.2025	10:00 a.m. to 03:30 p.m.	1) Shantiram Vidyalaya 2) Belur Boys High School 3) Nischinda Balika Vidyalaya 4) Durgapur Pally Mangal Vidyamandir
8.	Counting of Votes & Publication of Results	22.06.2025	After completion of Polls	At the respective Poll Venues

[N.B. Voters are requested to bring their Savings Pass Book issued by the Society for casting their votes on the day of Election (if Election is required) or else EPIC issued by ECI or any other photo identity card].
Date: 19.05.2025

Sd/-
Sachindranath Bala
Assistant Returning Officer
Bally Co-operative Bank Ltd.

Sd/-
Sd/- Md.Anis
Assistant Returning Officer
Bally Co-operative Bank Ltd.

গোস্বামী-মালিপাড়া ইউনিয়ন লার্জ লাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজিস্ট্রেশন নম্বর-২০ (এইচ-জি), তারিখ-০৫/০৩/১৯৫৭
গ্রাম-গোস্বামী মালিপাড়া, পোস্ট অফিস-গোস্বামী মালিপাড়া, ব্লক-পোলবা-দাদপুর, জেলা-হুগলী

স্মারক নং- 05/ARO/PACS/2025 তারিখ - 22.05.2025

পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন এবং বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গোস্বামী মালিপাড়া ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি ০১/০৭/২০২৫ তারিখ, মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ টায় গোস্বামী মালিপাড়া ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের এর প্রধান কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন পরিশেষে বিশেষ সাধারণ সভা সংঘটিত হবে। উক্ত পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন তথা বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক পরিচালক মন্ডলীর আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

স্বা/- অভিজিৎ কর্মকার
সমবায় সমিতি সমূহের পরিদর্শক
পোলবা-দাদপুর সমষ্টি উন্নয়ন

পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-

১. নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ও উপবিধিতে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/ সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পদের জন্য তারা প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম/ মৌজা	ভোটার সংখ্যা	পরিচালকমণ্ডলীর পদের সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১	গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সমস্ত মৌজা এবং সাটিথান গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দিঘাগড়ী গ্রাম।	৬৮৮	**সর্বমোট ১২ (বারো) জন** (তন্মধ্যে **২(দুই)** জন মহিলা (সংরক্ষিত পদ), **১(এক)** জন তপশিলি জাতি/ উপজাতি এর অন্তর্গত (সংরক্ষিত পদ)।

সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্র সংখ্যা **১ (এক) টি**, মোট ভোটার সংখ্যা **৬৮৮ জন** এবং সর্বমোট পরিচালকমন্ডলীর পদের সংখ্যা **১২ (বারো) জন।**

২. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।

৩. নির্বাচন-সূচী

ক্রম	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচয়
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৫.০৬.২০২৫ এবং ০৯০৬.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৯.০৬.২০২৫ এবং ১০.০৬.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১২.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টার পর	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা -পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১২.০৬.২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	১৩.০৬.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৩.০৬.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	০১.০৭.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	গোস্বামী-মালিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	০১.০৭.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	গোস্বামী-মালিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	০১.০৭.২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

৪. সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সর্বনিম্ন ১৯ বছর হতে হবে এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সমিতিতে সেই ব্যক্তির সদস্যপদের বয়স সর্বনিম্ন এক বছর হতে হবে। সমিতির কোনো ঋণ-খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৮ সি (১০) ও সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর নিয়ম ৪২(সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচনী আয়োগ এর রেগুলেশন ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৫. মনোনয়নপত্র গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
৬. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান হিসাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৭. কোনো কারণে কোনো সদস্য/ সদস্যা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভোট-দান করতে পারবেন।
৮. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থককে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক/ সমর্থক হতে পারবেন না।
৯. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
১০. সংরক্ষিত তপশিলি জাতি/ উপজাতি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের কপি প্রদান করতে হবে।
১১. সমিতির সকল সদস্য / সদস্যাগণকে উক্ত সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।
১২. কোনো সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোনো বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
গোস্বামী মালিপাড়া ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.- ২৭ এইচ.জি., তাং- ৩০.০৩.১৯৬৬, ফোন নং. (০৩২১২) ২৫৩৩১৯
গ্রাম- জগন্নাথপুর, পোঃ- চাঁপাডাঙ্গা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী
ফোন- ২৯৫৩৪২ ঃঃ milaniskusltd@gmail.com

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List)সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম/ উপ/ সহ-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং-৮৪৮, তারিখ -২৬.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা শ্রী অমল কুমার দাস, রাফসানজানি মোল্লা, সমবায় পরিদর্শক, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারণ সভার জন্য প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচন উপলক্ষ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচনক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচন তলিকা সংযোজিত হল, যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদিসহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিতভাবে ইংরাজী ২২.০৫.২০২৫ তারিখ হইতে ৩০.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যেকোন কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রাপ্তিস্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ০২.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-র দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানী শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইং ০৩.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টার সময় সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তারিখ - ২১.০৫.২০২৫

অমল কুমার দাস
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KCI

রেজিস্টার্ড অফিস : “কেসিআই প্লাজা” ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910
ই-মেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের (স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ) আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল ২১ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদন দিয়েছে। (“আর্থিক ফলাফল”)।

কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://a.storyblok.com/f/209886/x/4ac7d94601/audited-financial-results-for-the-quarter-and-year-ended-31st-march-2025.pdf** তে নিরীক্ষিত ফলাফল এবং আর্থিক ফলাফল সংযুক্ত হয়েছে। এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটগুলিতেও যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড **https://nsearchives.nseindia.com/corporate/KANORICHEM_21052025160829_Result.p–** বিএসই লিমিটেড **https://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid= c036e4b9-b2aa-4528-8b59-bb9220193eee** এবং কিউআর কোড স্ক্যান করেও দেখা যাবে।

তারিখ : ২১ মে ২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি

বোর্ডের পক্ষে
আর ভি কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন : ০০০০৩৭৯২)

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com
যোগাযোগ নম্বর : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয় চালু সংস্থা/পিসমিল ভিত্তিতে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
৭ জুন, ২০২৫
সময় : দুপুর ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ জুন, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৫ জুন, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান ২০১৬ এর ৩২(ই) সহ পঠিত প্রবিধান ৩২এ এবং ৩২(বি) অনুসারে পিস মিলের ভিত্তিতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে একটি চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয় করা হচ্ছে, যা ১৩.০৬.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ব্লক এ			
চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটর বিক্রি ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের **(অ্যাসেট নং১৬৮২)** রেগুলেশন ৩২(ই) এবং তৎসহ ৩২এ অধীনে :	**১০,৩০,০০,০০০ টাকা** (দশ কোটি ত্রিশ লাখ টাকা)	১,০৩,০০,০০০ টাকা	১,০০,০০০ টাকা
ব্লক বি			
ফার্নিচার এবং ফিক্সচার বিক্রি-অবস্থিত ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য়তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬ **(অ্যাসেট নং ১৬৮৭)**	**৪,০০,০০০ টাকা** (চার লাখ টাকা)	৪০,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
ব্লক সি			
প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বিক্রি-কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং অন্যান্য তালিকাবদ্ধ দ্রব্যাদি সহ যা অবস্থিত -১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য়তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত -৭০০০১৬ **(অ্যাসেট নং ১৬৮৮)**	**১,০০,০০০ টাকা** (এক লাখ টাকা)	১০,০০০ টাকা	১,০০০ টাকা
ব্লক ডি			
অ-চালু সম্পদ - স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম সহ এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি (অ্যাসেট নং ১৬৮৯)। ১. নিম্নোক্ত কোম্পানিগুলির শেয়ারে বিনিয়োগ : ক) প্রেস্টিজ ভিনট্রেড প্রা লি, খ) স্তুতি সিকিউরিটিজ প্রা লি এবং গ) শ্রীজন সিমেন্ট লিমিটেড ২. বিলম্বিত কর সম্পদ ৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম ৪. জামিন জমা ৫. লেনদেনে আদায়যোগ্য ৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম ৭. নগদ এবং নগদ সমান।	**১০,২৫,০০,০০০ টাকা** (দশ কোটি পঁচিশ লাখ টাকা)	১,০২,৫০,০০০ টাকা	১,০০,০০০ টাকা

দ্রষ্টব্য : আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) ২০১৬ এর ৩২(ই) রেগুলেশন অনুসারে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট করার জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম নথি উল্লেখ্য নং EAUCTION/2025/01 দেখুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রি এনসিএলটি নির্দেশের (ব্লক এ) সাপেক্ষে হবে। অন্যান্য ব্লক বি, সি এবং ডি এর জন্য, অনুগ্রহ করে EAUCTION/2025/02 দেখুন।

বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-নিলাম “যেখানে যেমন আছে” “যেখানে যা আছে”, “যেমন আছে” এবং “কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত” পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।
২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. নোটিশটি সম্পদগুলিকে পৃথক ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে ব্লক এ, সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনসের ৩২(ই) তৎসহ রেগুলেশন ৩২এ অধীনে চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রি এবং ব্লক বি, সি এবং ডি বিক্রি করা হয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে ই-নিলাম নথির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাধীনে পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ অধীনে।
৪. সর্বোচ্চ দরদাতার সনাক্তকরণ একজন সফল দরদাতার মর্যাদা নিশ্চিত করে না। লিকুইডেটর, স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটি (এসসিসি) এর সাথে পরামর্শ করে, সফল দরদাতা ঘোষণা করার একমাত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখে। লিকুইডেটর এবং এসসিসি যেকোন একক ব্লককে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং অন্যান্য দর বাতিল করার বা অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে, তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত দরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক।
৫. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৬. ৩ জুন, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে নিলাম নথিতে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে ইমেল বা নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে লিকুইডেটরের কাছে নথি জমা দিতে হবে। সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলী সহ দরপত্র ফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
৭. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৮. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET-এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।
৯. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
১০. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, স্থানীয় করের বকেয়া, বিদ্যুৎ ও জলকর, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, যদি থাকে, সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পোর্টালে **(https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)** ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।
১১. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ৭ জুন ২০২৫ বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২/০৫/২০২৫

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
ই-মেইল binay1@yahoo.com যোগাযোগ নং +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

কাশ্মীরে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ মালদার কিশোর, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাশ্মীরে দিনমজুরি করতে গিয়ে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের অল্পবয়সি এক কিশোর নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। গত ১২ দিন ধরে বাড়ির ছেলেকে ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ, প্রশাসন এবং এলাকার মন্ত্রী ও সাংসদদের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। গত ৯ মে ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই রহস্যজনকভাবে কাশ্মীরে কাজ করতে যাওয়া হরিশ্চন্দ্রপুরের ১৯ বছর বয়সি কিশোর আসফাক হক নিখোঁজ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে নিখোঁজ ওই কিশোরের পরিবারের লোকেরা হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ওই শ্রমিক আসফাক হকের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটিয়ন গ্রামে। তারা তিন ভাই এক বোন। বাড়ির বড় ছেলে আসফাক। আসফাকের বাবা আকবর আলি জানিয়েছেন, গত একমাস আগে কাশ্মীরের আপেল বাগানে কাজ করতে গেছিল ছেলে। এরপর পহেলগাঁওতে একটি বিল্ডিং নির্মাণের কাজে শ্রমিকের কাজ করছিল সে। এরই মধ্যে সেখানে সন্ত্রাসী হামলা আর তারপরেই ভারত - পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। গত ৯ মে ছেলে বাড়িতে ফোন করেছিল। আমাদের ফোন করে বলেছিল কাশ্মীরে যুদ্ধ চলছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ। যে কোনও উপায়ে সে মালদার বাড়িতে ফিরে আসবে। ওইদিন রাতেই শেষ কথা হয়েছিল। তারপর থেকে ছেলের কোনও খোঁজ নেই। জানি না ছেলে কোথায় আছে। তবে আমরা চাই ছেলে সুস্থ মতো বাড়িতে ফিরে আসুক। আর ওকে কাশ্মীরে যেতে দেব না কাজ করতে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, বিষয়টি জানা ছিল না। ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলব। দ্রুত যাতে আসফাকের সন্ধান পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে চেষ্টা চালাব। পুরো বিষয়টি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের মাধ্যমে কাশ্মীর প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

কাস্ট সার্টিফিকেট জাল করার অভিযোগ, ইস্তফা দিলেন ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ইস্তফা দিলেন ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান। কাস্ট সার্টিফিকেট জাল করা নিয়ে মামলা চলছে আদালতে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ব্লকের ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমা ঘোষ। হঠাৎ তিনি নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তিনি জানিয়েছেন, চলতি মাসের ৫ তারিখে বনগাঁর বিডিওর কাছে ইস্তাফা পত্র জমা দেন তিনি, ২০ তারিখে তার ইস্তফা গ্রহণ হয়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে তিনি। যদিও উমা ঘোষের এসসি সার্টিফিকেট নিয়ে আগেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটি। এই জন্যে ইস্তফা দিয়েছেন কি না সেই প্রসঙ্গে উমা দেবী জানিয়েছেন এটা,

কোর্টের বিষয় এটা নিয়ে কিছু বলতে পারব না। আমি শারীরিক অসুস্থতার কারণেই ইস্তফা দিয়েছি। এই বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন আমরা ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এসসি সার্টিফিকেট জাল বলে অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু উনি কেন ইস্তফা দিয়েছেন আমাদের জানা নেই। দুই এক দিনের মধ্যে জানা যাবে।বিশ্বজিৎ দাস বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বলেন, ওনার শরীর অসুস্থ তাই আমাকে বিষয়টি জানাতেই আমরাই বলেছিলাম ইস্তফা দিতে। কোনও ভাবেই নাগরিক পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না ঘটে এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। বনগাঁ সংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, শুনেছি একটা আইনের জটিলতা রয়েছে কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সেটা ওনার দলের লোকেরাই করেছেন। তাই যেহেতু হাইকোর্টের ম্যাটার রয়েছে তাই এই নিয়ে আমরা এখন কিছু বলব না, যারা অভিযোগ করছেন তারাও তৃণমূল দলের লোক আর পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন যিনি তিনিও তৃণমূলেরই।

ভোট ব্যবধান বাড়ানোর নির্দেশ নতুন জেলা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। এখানের ৭টি বিধানসভাই তৃণমূল কংগ্রেসের। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সকলকে একযোগে ময়দানে নামতে হবে। যাতে ভোট ব্যবধান আরও বাড়ানো যায়। বুধবার বসিরহাট টাউন হলে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা শেষে নবনিযুক্ত সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন এমনই মন্তব্য করেন। এদিনের সভায় বুরহানুল মুকাদ্দিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, হাড়োয়া বিধায়ক রবিউল ইসলাম, সন্দেশখালি বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, মিনাখাঁর বিধায়ক ঊষা রানি মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি, সাহানুর মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা।

লিটন আরও বলেন, দলের নির্দেশমতো গত নির্বাচনগুলিতে যেখানে যেখানে আমরা আশানুরূপ ফল করতে পারিনি, সেখানে সেখানে বেশি নজর দিতে হবে। বিধানসভা ভিত্তিক কর্মিসভা করা হবে। উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেকাজ বাকি আছে সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সকলকে একযোগে দলের নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি এদিন সভাপতি ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য দলের নেতা কর্মীদের আহ্বান জানান।

পুকুরের পার বাঁধানোর কাজে দুর্নীতির অভিযোগ, ক্ষোভ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একদিকে রাস্তার দাবি অন্যদিকে পুকুরের পার বাঁধানোর কাজ নিম্নমানের হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগের ডিহিবাগনান এলাকার দক্ষিণ পাড়া এলাকার মানুষ। অভিযোগ আরামবাগের ডিহিবাগনানের দক্ষিণপাড়ার একটি পুকুরের পাড় বাঁধানোর কাজ একেবারেই নিম্নমানের হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করে গ্রামের মানুষ। প্রতিবাদের জেরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েতে প্রভাব কাটিয়ে প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চন্দনা ঘোষের স্বামী প্রশান্ত পাল ঠিকাদার হিসাবে টেন্ডার পান। প্রায় সাত লক্ষ টাকা নাকি বরাদ্দ হয়। কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী কাজ হয়নি। এমন কি পুকুর পাড়ে জল নিকাশের জন্য ড্রেন তৈরি না করেই রাস্তা করার পরিকল্পনা করে। এই জন্যই আপত্তি তোলে স্থানীয় মানুষ। অথচ রাস্তার দাবিতে সরব হয়েছে ওই এলাকার একাংশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই পুকুরের মালিক পক্ষের দাবি পার মজবুত ভাবে বাঁধাতে হবে। পাশাপাশি পুকুরের পাশ দিয়ে একটা ড্রেন তৈরি করে রাস্তা তৈরি করতে হবে। কিন্তু ঠিকাদার প্রশান্ত পাল কোনও কিছুই করেনি বলে অভিযোগ। এই নিয়ে ওই এলাকায় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি পৌঁছনোর পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করে এলাকার মানুষ। এই বিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, প্রায় ৫০-৬০ বছর ধরে রাস্তা নেই। এক শ্রেণির মানুষ চাইছে কাজটা পিছিয়ে যাক। আমরা চাই রাস্তা হোক। বিজেপি নেতা পলাশ ঘোষ বলেন, পুকুরের পার বাঁধানোর কাজ হচ্ছিল। এটা একেবারেই নিম্নমানের। পঞ্চায়েতের দেখা উচিত। ঠিকাদার প্রশান্ত পাল বলেন, কাজ এখনও বাকি আছে। কাঁচা মাটি বলে কাজ বন্ধ আছে। গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান জ্যোৎস্নারা খাতুন বলেন, ওখানে সাধারণ মানুষের দাবি ছিল রাস্তার। তাই পুকুর পার বাঁধিয়ে রাস্তা করার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়। যদি নিম্নমানের কাজ হয় তাহলে পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাঁচ সমবায় সমিতিতে নিরঙ্কুশ জয় তৃণমূলের, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের পাঁচটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোনো বিরোধী প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার পঞ্চায়েত সমিতি চত্বরে এই জয়কে ঘিরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর মনোনয়ন জমার শেষ দিন পর্যন্ত তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনো দল প্রার্থী না দেওয়ায়, পাঁচটি সমবায়েই তৃণমূলের প্রার্থীরাই বোর্ড গঠন করেন। এর ফলে দলের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় বলেন, 'চাষিদের স্বার্থে সমবায়গুলি যাতে আরও কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' এদিন দুপুরে পঞ্চায়েত সমিতি চত্বরে বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা। দলীয় পতাকা হাতে নেচে-গেয়ে বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন সকলে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম বলেন, 'পাঁচটি সমবায়ে নিরঙ্কুশ জয় তৃণমূলের। জয়ী সকল সদস্যদের সবুজ অভিনন্দন জানাই। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় সমবায়ের উন্নয়নে উদ্যোগী। আগামী দিনে যাতে আরও ভালো কাজ হয়, আমরা সেই দিকে নজর রাখব।'

ধান ওঠানোয় রাস্তায় কাদা, সরালেন তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: বোরো ধান তোলার পর জমি থেকে উঠে আসে কাদা মাটি। সেই কাদা মাটি ট্রাক্টরের চাকা থেকে কাদা মাটি রাস্তায় পড়ে মারণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের পূর্বচক থেকে মিরেপোতা পর্যন্ত পাকা রাস্তা। এই পিচ্ছিল রাস্তার কারণে এলাকার ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে পথচারী সকলেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, বিশেষ করে বৃষ্টির সময়। বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে অনেককেই চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছিল।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে এগিয়ে এল পূর্বচক তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের উদ্যোগে এলাকার ট্রাক্টর মালিকদের সঙ্গে নিয়ে কাদা মাটি পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগান সকলে। এই উদ্যোগের ফলে সমস্যার সমাধান হবে বলে আশাবাদী এলাকার মানুষজন। পথচারীরাও এই মানবিক উদ্যোগের জন্য স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এলাকার তৃণমূল নেতা তথা অঞ্চল কমিটির সদস্য মুন্সি সাইদুল হোসেন ওরফে গেঁদা জানান, এই রাস্তাটি মিরেপোতা থেকে বামনপুকুর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁরা পূর্বচক পর্যন্ত পরিষ্কার করার কাজ করছেন এবং বাকি অংশটুকু আটিরা ও বামনপুকুর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাত্র ৩৫-৩৬ হাজার টাকা দামে জেলায় দেদার মিলছে 'মুঙ্গের মেড' অস্ত্র

স্পেশ্যাল অপারেশনে উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও বহরমপুর থানার পুলিশ যৌথ অপারেশন চালিয়ে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করল। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক অস্ত্র কারবারীকে। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বহরমপুর থানার নওদাপাড়া রেল গেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ অস্ত্র কারবারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৭টি ৭.৬৫ বোরের পিস্তল, ১৩টি খালি ম্যাগাজিন ও ১২ রাউন্ড কার্তুজ। আটক করা হয়েছে একটি মোটরবাইক। ধৃতের নাম হাবলু শেখ। বাড়ি জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ফারাক্কায়। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত পুলিশ, সুপার (হেড কোয়ার্টার) মজিদ ইকবাল বলেন, অস্ত্রগুলি বিহারের মুঙ্গের থেকে আমদানি করা হয়েছিল। জলঙ্গি এলাকায় হস্তান্তর করা হত। ধৃতকে দশ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদে ঘরে বসেই মিলছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। বরাত দিলেই অস্ত্র কারবারীরা দুয়ারে অস্ত্র পৌঁছে দিচ্ছে। মাত্র ৩৫-৩৬ হাজার টাকা দামে জেলায় দেদার মুঙ্গের মেড অস্ত্র মিলছে। সঙ্গে চাহিদামতো ম্যাগাজিন কার্তুজও সরবরাহ করছে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত চারদিন বিহারের মুঙ্গের থেকে অস্ত্রগুলি কিনে এনে নিজের বাড়িতে মজুত রেখেছিল হাবলু শেখ। বুধবার একটি মোটরবাইকের সিটের নিচে ভরে অস্ত্রগুলি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জলঙ্গি নিয়ে যাচ্ছিল। সেখানেই একজনের কাছে হাতবদল করা হত। তার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে অস্ত্র ব্যবসায়ী।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ আগেই নওদাপাড়া রেল গেটে জাল বিছিয়ে ছিল। নির্দিষ্ট নম্বরের মোটরবাইক আটকে তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রগুলি মিলেছে। পুলিশের জেরায় ধৃত স্বীকার করেছে, জলঙ্গিতে এলজনকে অস্ত্রগুলি দেওয়ার জন্যই আসছিল। তবে কাকে কোথায় দেওয়া হত জানতে পারেনি পুলিশ। অস্ত্রগুলি কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশ পাচার করা হত কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মালদার দুটি পৃথক জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পাথর বোঝাই লরির কেবিন থেকে প্লাস্টিকে মোড়ানো প্রায় সাড়ে ৫ কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল এসটিএফ। বুধবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাজোল থানার পান্ডুয়া এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়েই পণ্য বোঝাই ওই লরিটিকে আটক করে এসটিএফ-এর কর্তারা। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়েই এদিন মূলত অভিযান চালানো হয়। আর তারপরেই লরির কেবিনে একটি বাক্সের মধ্যে রীতিমতো লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল পরিমাণ ওই ব্রাউন সুগারগুলি। তল্লাশিতে সেটি উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারগুলির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এত বিপুল পরিমাণ কোথায় পাচার করা হচ্ছিল সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এক ব্রাউন সুগার পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত লরিচালকের নাম ফিরোজ মোমিন। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার ঠাকুরপাড়া এলাকায়। এদিন দুপুরে পাথর বোঝাই লরিটি শিলিগুড়ি দিক থেকে মালদার দিকে আসছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ও গাজোল থানার পুলিশের যৌথ অভিযান চালায়। ওই লরি থেকেই ৫ কেজি ৬৩৫ গ্রাম বাউল সুগার উদ্ধার করে এসটিএফ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ও গাজোল থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে পাথর বোঝাই ১৮ চাকা লরির কেবিন থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ওই ব্রাউন সুগার। এত বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার মালদার কালিয়াচক সীমান্তের ওপারে পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল মাদক কারবারির দল। লরির কেবিনে যেভাবে এগুলি লুকানো ছিল তা সহজেই চোখে পড়া সম্ভব ছিল না। এই ঘটনার পিছনে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং এগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ বিহারের তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফের কর্তারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১ কেজি ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। মঙ্গলবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার সুজাপুরের ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একটি ডেরা থেকেই বিহারের ওই তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মনমোহন সিং, ডাবলু কুমার যাদব এবং বিজয় কুমার। ধৃতদের বাড়ি বিহারের মাধেপুরা জেলার সহরসা এলাকায়। এদিন গভীর রাতে কালিয়াচক স্ট্যান্ডের কাছেই একটি চার চাকার গাড়ি নিয়েই ওই তিন মাদক কারবারিরা অপেক্ষা করছিল। সেই সময় রাজ্য এসটিএফ এর কর্তারা ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ব্রাউন সুগার সহ বিহারের ওই তিন মাদক কারবারিকে ধরে ফেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তিনজনই আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে সীমান্তবর্তী কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকার কোনও ডেরা থেকেই এই ব্রাউন সুগারগুলি নিতে এসেছিল বিহারের ওই তিন মাদককারবারি। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য এসটিএফ- এর কর্তারা।

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ তৈরির কারখানার হদিস মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভরতপুর: এবার মুর্শিদাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ তৈরির কারখানার হদিস মিলল। উদ্ধার করা হয়েছে বন্দুক তৈরির সরঞ্জাম-সহ গুলি তৈরির মশলা ও গুলির খোল। ভরতপুর থানার পুলিশ সোনিয়া মদনপুর এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার হদিস পেয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে সাত ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের দুটি কালো রিভালভার, আটটি কার্তুজের খোল, দুটি লাইভ কার্তুজ, দেশলাই বাক্স ভর্তি লোহা

সিসার বল, প্রচুর পরিমাণে কমলা রঙের গান পাউডার। এছাড়া অস্ত্র তৈরির এলাধিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কালাম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কালাম শেখ বাড়িতে গোপনে অস্ত্র ও কার্তুজ তৈরি করে বিক্রি করত। কালাম শেখকে কান্দি মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেড কোয়ার্টার মজিদ ইকবাল বলেন, ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে এর সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে খতিয়ে দেখা হবে।

মুর্শিদাবাদে ভিন রাজ্য থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করে বিক্রি করত অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। এবার এই জেলাতেই হদিস মিলল অস্ত্র তৈরির গোপন কারখানা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালাম শেখ নামে ওই ব্যক্তি তার বাড়িতে বন্দুক ও গুলি তৈরি করে। কালাম শেখ কতদিন থেকে এই অস্ত্র তৈরির কারবারের সঙ্গে জড়িত খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধর্মঘট প্রত্যাহার উত্তরপাড়া পুরসভার সাফাই কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৬ দিন ধরে চলা উত্তরপাড়া পুরসভার ঠিকা শ্রমিকদের ধর্মঘট উঠে গেল। জানা গেল ঠিকা শ্রমিকরা তাঁদের ধর্মঘট তুলে নিলেন। এর আগে তাঁরা তাঁদের নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করছিলেন অর্থাৎ ছয় দিন ধরে তারা কোনও জঞ্জাল উত্তরপাড়া শহর থেকে তুলছিলেন না সাফাই করছিলেন না। এর ফলে উত্তরপাড়া হিন্দমোটর কোতরং মাখলা এলাকায় জঞ্জালের পাহাড় জমে ছিল সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছিলেন যত্রতত্র জঞ্জাল পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল মঙ্গলবার থেকে হঠাৎ দুপুর বেলা থেকে পুরসভার স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীরা উত্তরপাড়া শহর জুড়ে জঞ্জাল সাফাই করতে নেমে গেলেন জরুরিকালীন ভিত্তিতে, অনেকে বলছেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যানের এটা একটা মাস্টার স্ট্রোক এবং রাত পর্যন্ত অনেকটাই জঞ্জাল উত্তরপাড়া শহর থেকে সাফাই করা হল।

বুধবার সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় পুরসভার গাড়িগুলিকে বেরিয়ে জঞ্জাল তুলতে দেখা গেল এরপর বুধবার বেলার দিক থেকে ঠিকা শ্রমিকরা তাদের ধর্মঘট তুলে নিলেন ও কাজে যোগদান করলেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তারা আগের মতোই কাজে যোগ দেবেন বলে জানা গেল অতএব স্বস্তি উত্তরপাড়াবাসীদের কাছে, তারা এখন চিন্তামুক্ত।

বুধবার রাত পর্যন্ত চলছে

শহরজুড়ে সাফাই অভিযান এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, 'মঙ্গলবার দুপুর থেকেই শহরের মানুষের কথা ভেবে আমাদের পুরসভার স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীরা শহরকে জঞ্জালমুক্ত করতে সাফাইয়ের কাজে নেমে পড়লেন। তাঁরা রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন বুধবার সকালেও কাজ করেছেন তাঁরা, দুপুর বেলা থেকে ঠিকা শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন তাঁরা কাজে যোগ দিয়েছেন। বুধবার সকাল থেকে পূর্ণ উদ্যমে কাজে নেমে পড়বেন সবাই এখন অনেকটাই জঞ্জালমুক্ত হয়েছে পুরসভা এলাকাগুলি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে জানালেন চেয়ারম্যান। বেশ কিছু নাগরিকদের বক্তব্য সমস্যা দূর হল খুব সমস্যায় পড়েছিলাম চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সিপিআইএম থেকে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপ বিধানসভা এলাকায় আবারো বিরোধী দলে ভাঙন। নবদ্বীপ বিধানসভার চরস্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির পর এবার সিপিআইএম পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার স্বামী সিপিআইএম কর্মী যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। বুধবার সন্ধ্যায় চরস্বরূপগঞ্জ আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে নবদ্বীপ পুরসভার পুরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহার উপস্থিতিতে তার হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিল সিপিআইএমের পঞ্চায়েত সদস্যা মিসরুব্বা বিবি ও তার স্বামী মামুদ হোসেন। এদিন যোগদান পর্ব অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিল নবদ্বীপ ব্লক সভাপতি কল্লোল কর এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন সিপিআইএমের সদস্যা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় ২৬ আসন বিশিষ্ট স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ১৪, ফলে আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস যে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করবে তা কিন্তু বলার অপেক্ষায় রাখে না। এদিন যোগদান কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তৃণমূল নেতা বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান, আগামী দিনে সিপিআইএম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে নবদ্বীপ বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের আরও শক্তির বৃদ্ধি হল।

জরাজীর্ণ ব্রিজে ঝুঁকির যাতায়াত, বিডিওর নজরে আছে দাবি উপপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শালী নদীর ওপর অবস্থিত জরাজীর্ণ ব্রিজ দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে ভয়ানক দুর্ঘটনা উদাসীন প্রশাসন, বিষয়টি বিডিওর নজরে আছে দাবি পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের, প্রশাসনকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের হামিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোসালপুর গ্রাম সংলগ্ন শালী নদীর উপর অবস্থিত ব্রিজটি গত কয়েক বছর ধরে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে । যে কোন মুহূর্তেই প্রাণ হানির মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তার ওপর ব্রিজের ওপর দিয়ে দেদারে চলছে বালিবোঝাই ট্রাক্টর ফলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আরও বাড়ছে। বর্ষাকাল এলে শালী নদীতে জল বাড়লে সাধারণ মানুষদের মধ্যে আরও বেশি আতঙ্ক তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে এই ব্রিজটির বেহাল দশা প্রশাসন বিষয়টি জানে তার পরেও ব্রিজ সংস্কারের কোনরকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

বাগড়াডাঙা, শিমূল ডাং নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষদের

প্রতিনিয়ত পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক অফিস সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আসতে হয়। পাশাপাশি প্রতিদিন ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা এই ব্রিজের উপর দিয়েই যাতায়াত করে। ফলে কোনও ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায় কে নেবে সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, গত দু'বছর আগে এই শালী নদীতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তখন ব্রিজের এক দিকের গার্ডওয়াল ভেঙে গিয়েছে এবং ব্রিজের নিচের একটা অংশের থেকে মাটি সরে গিয়েছে ফলে বর্ষাকালে শালী নদীতে জল বাড়লে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তার ওপর ব্রিজের ওপরে থাকা দু'দিকের রেলিংয়ের সিমেন্ট খসে রড বেরিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই মুহূর্তে একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এই ব্রিজটি। বাম আমলে তৈরি হওয়া এই ব্রিজ কবে সংস্কার হয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার সকল সাধারণ মানুষ। প্রদীপ রায় নামের এক টোটোচালক এবং মমতা বাগদি ও ধীরেন বাগদি নামের স্থানীয় বাসিন্দা জানান, বিডিও বন্যার সময় এসে ব্রিজ দেখে গিয়েছেন কিন্তু তারপরও এখনও কোনও কাজ হয়নি। বর্ষাকাল এলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ব্রিজ পারাপার করতে হয় যে কোন মুহূর্তেই বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ দ্রুত সরকার এই ব্রিজ সংস্কারের উদ্যোগ নিক।

এ বিষয়ে হামিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অসগর আলি জানান, বিষয়টি বিডিওর নজরে আছে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। আর এই নিয়ে রাজ্যের শাসক দল ও প্রশাসনকে তীব্র কটাক্ষ করেছে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। তিনি বলেন, এই সরকারের এলাকার উন্নয়ন নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এই সরকার মেতে আছে কী ভাবে পয়সা তুলে কালীঘাটে পয়সা পৌঁছে দেওয়া যায়।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ

পাকিস্তানি দূতাবাসের আরও এক আধিকারিককে ভারত ছাড়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ মে: পাকিস্তান হাইকমিশনের আরও একজন আধিকারিককে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ভারত সরকার। সেই অধিকারিককে নিজের সরকারি গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ না করার কারণে ভারত সরকার 'পারসোনা নন গ্রেটা' বলে ঘোষণা করে অবিলম্বে দেশ ছাড়া নির্দেশ দিয়েছে।

নয়াদিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসের ওই আধিকারিককে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে। এই মর্মে পাকিস্তান হাইকমিশনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে।

ভারতে থাকা কোনও পাকিস্তানি কূটনীতিক বা দূতাবাসের কর্মী তাঁদের ক্ষমতা এবং পদের অপব্যবহার করতে পারেন না। পাকিস্তান দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক যেন এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করেন। এই মর্মে ভারত সরকারের তরফে ফের বার্তা গিয়েছে।

যে পাকিস্তানি আধিকারিককে একদিনের মধ্যে ভারত ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি ভিসা পরিষেবার আড়ালে গুপ্তচরবৃত্তি করছিলেন বলে অভিযোগ। এর আগে গত ১৩ মে একইভাবে পাকিস্তান দূতাবাসের আর এক আধিকারিককে ভারত সরকারের তরফে এই গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগেই 'পারসোনা নন গ্রেটা' তকমা দিয়ে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছিল।

অভিযুক্ত এই পাকিস্তানি আধিকারিকের নাম আহসান উর রহিম ওরফে দানিশ। এঁনার নাম গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার জ্যোতি মালহোত্রার মামলাতেও উঠে এসেছে। দানিশ ভারতে থেকে গুপ্তচর বৃত্তির পাশাপাশি ভারতীয় সেনার বিভিন্ন পদক্ষেপের খবর ফাঁস করছিলেন বলে অভিযোগ।

জ্যোতির বিরুদ্ধে যে এফআইআর হয়েছে সেখানে এই দানিশের নাম উল্লিখিত রয়েছে। এই দানিশের সঙ্গে দিল্লিতে হাইকমিশনেই ২০২৩ সালে জ্যোতির সাক্ষাৎ হয়। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে আলাপ ছিল। অভিযোগ এই দানিশই পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে জ্যোতির আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এমনকী পুলিশ জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ও জ্যোতি এবং দানিশের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে।

সোনিয়া-রাহুলের প্রাপ্তি ১৪২ কোটি

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় বিস্ফোরক ইডি

নয়াদিল্লি, ২১ মে: ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতি থেকে ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ও তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধি! এই মামলার তদন্তে বুধবার দিল্লির আদালতে বিস্ফোরক দাবি করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তদন্তকারীদের অভিযোগ, অবৈধভাবে এই টাকা পেয়েছিলেন তাঁরা।

বুধবার আদালতে ইডির পক্ষ থেকে সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধি ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির মাধ্যমে ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। ২০২৩ সালে জাতীয় হেরাল্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ৭৫১.৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার আগে পর্যন্ত এই বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছিলেন তাঁরা। ইডির আরও দাবি, দুর্নীতির সেই টাকার বড় অংশ পাচারের পাশাপাশি নিজেদের কাছে সেই টাকা ও সম্পত্তি রেখে অপরাধ চালিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় ইডির দাবি, এই মামলায় গান্ধি পরিবারের পাশাপাশি স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবে ও অন্যান্য অভিযুক্তের যোগ পাওয়া গিয়েছে।

জাতীয় হেরাল্ড মামলার প্রথম অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ২০১২ সালে, বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্য স্বামী এই অভিযোগ দায়ের করেন। তবে ইডি ২০১৪ সালে এই মামলায় তদন্ত শুরু করে। 'অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেড' বা এজেএল ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিক প্রকাশ করত। ২০০৮ সালে এই সংস্থা আর্থিক সমস্যায় পড়লে রাহুল গান্ধি এবং সোনিয়া গান্ধির মালিকানাধীন 'ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড' নামের একটি সংস্থা ২০১১ সালে ন্যাশনাল হেরাল্ড, কোয়াম-ই-আওয়াজ, এবং নবজীবন, এই তিনটি সংবাদপত্র 'অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেডে'র কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে। রাহুল গান্ধি এবং সোনিয়া গান্ধি একাই ওই সংস্থার ৭৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক। বাকি দুই শেয়ার হোল্ডার হলেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা অস্কার ফার্নান্ডেজ এবং মতিলাল ভোরা। সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর অভিযোগ ছিল, ওই অধিগ্রহণ নিয়ম মেনে হয়নি। ঘুরপথে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে 'অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেডের' কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের ফার্স্ট ফ্যামিলি পরিচালিত 'ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড'।

বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে এফআইআরের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ মে: এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়িতে নগদ উদ্ধার কাণ্ডে তদন্ত নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ বেনিয়মের অভিযোগ। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জি ফের খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত মামলাকারীদের বলল, এই ধরনের আবেদন করতে হলে, আগে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান। ম্যাথুস নেদুম্বরা নামের এক মামলাকারী বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। তাঁর দাবি ছিল, নিম্ন আদালত বা পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হোক, যাতে ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। কিন্তু শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হতে হবে মামলাকারীকে। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, 'বিচারপতি বর্মা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেক্ষেত্রে ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি চাইতে হলে তাঁদের কাছেই যেতে হবে। তাঁরা যদি কোনও পদক্ষেপ না নেন, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি ভাববে।'

বালোচিস্তানে আত্মঘাতী গাড়ি বিস্ফোরণে মৃত ৫

বালোচিস্তান, ২১ মে: ফের রক্তাক্ত বালোচিস্তান। আত্মঘাতী একটি গাড়ি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল তিন শিশু-সহ ৫ জনের। আহত হয়েছেন ৩৮জন। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে কর হচ্ছে। বুধবার বালুচিস্তানের খুজদার জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি খুজদার একটি জনবহুল অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্কুল বাসে আচমকা ধাক্কা মারে। তারপরই বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। তুমুল উত্তেজনা ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। তবে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে পুলিশের অনুমান, এর নেপথ্যে থাকতে পারে কোনও বালোচ বিদ্রোহী গোষ্ঠী।

প্রসঙ্গত, রবিবারই বালোচিস্তানের আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী গুলিস্তান এলাকায় পাক সেনার ক্যাম্পের সামনে একই কায়দায় বড়সড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় ৪ জনের। আহতের সংখ্যা ১১। সেই হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই -তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এই ঘটনার দু'দিন পরই ফের রক্তাক্ত হল বালোচিস্তান। উল্লেখ্য, বালোচিস্তানকে পাকিস্তানের থেকে মুক্ত করতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে বিদ্রোহী বালোচ লিবারেশন আর্মি। তাদেরই সঙ্গী এই তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। পাক সরকার এই সংগঠনকে জঙ্গি সংগঠনের তকমা দিয়েছে। বুধবারের এই হামলার নেপথ্যে তাদের হাত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পকে শক্তিশালী করতে চিন-পাকিস্তান আর্থিক করিডর পৌঁছবে আফগানিস্তানে

কাবুল, ২১ মে: চিন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর এবার পৌঁছে যাবে আফগানিস্তানেও। সম্প্রতি চিন সফরে গিয়েছিলেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। সেখানে চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই এবং পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। তারপরেই জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানে চিন, পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী।

অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথম বিদেশ সফরেই চিনে গিয়েছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী। সোমবার চিনে পৌঁছেই চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইশাক দার। পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার চিনে পৌঁছন আফগানিস্তানের কার্যকরী বিদেশমন্ত্রী। ওইদিন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয় বেজিংয়ে। সুরক্ষাক্ষেত্রে তিন দেশের সহযোগিতা এবং ভারত-পাক সংঘাতের আবহে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল।

সেই বৈঠকের পরদিন অর্থাৎ বুধবার পাক বিদেশমন্ত্রক থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে বলা হয়, আঞ্চলিক সুরক্ষা, স্থিতাবস্থা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে একজোট থাকবে চিন, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি এবং যোগাযোগ আরও দৃঢ় করে বাণিজ্য এবং উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চিন-পাকিস্তান আর্থিক করিডর পৌঁছে যাবে আফগানিস্তানেও।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে পাকিস্তানে পরিকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগী হয়ে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর প্রকল্প শুরু করে চিন। ওই প্রকল্পের অন্তর্গত তৈরি একটি সড়ক গিয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে। আর তাতেই ঘোর আপত্তি ভারতের। এহেন পদক্ষেপ দেশের সর্বভৌমত্বে আঘাত বলেই স্পষ্ট বয়ান নয়াদিল্লির। দীর্ঘদিন ধরে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের বিরোধিতা করেছে 'আফগানিস্তানের বন্ধু' বালোচিস্তানও। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলকে চমকে দিয়ে চিনের এই প্রকল্পে রাজি হয়েছে আফগানিস্তান। ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভারতের সঙ্গে কাবুলের সম্পর্কে চিড় ধরল? কয়েকদিন আগেই তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এস জয়শংকর। তাতেও কি লাভ হল না? উঠছে প্রশ্ন।

Simlapal Gram Panchayat
P.O.-Simlapal, Dist.-Bankura
e-NIT No-02/2025-26 and Memo No. Sim/86 Dated 19.05.2025 and NIT-03/SGP/2024-25 Memo No. Sim/88 Dated 21.05.2025
It is here invited e-Tender and Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for the 12 nos. schemes under 15th CFC and 5th SFC fund. Last date of dropping 29.05.2025 at 05.00 PM and 05.06.2025 at 05.00 PM and will be available from the office of the under signed in working days and the website www.wbtenders.gov.in / Bankura.gov.in
Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Repair/Renovation of different Roads/drains, Water Body protection work under various wards of Dum Dum Municipality - under varied Govt schemes, vide memo no 212/DDM/GEN/25-26 Dtd 21.5.2025, Last date for dropping is 29.5.2025 and Opening on 31.5.2025.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

OFFICE OF THE
DHABLAT GRAM PANCHAYAT
SAGAR, PANCHAYAT SAMITY
P.O.- CHEMAGURI, P.S.- SAGAR, DIST.- SOUTH 24 PARGANAS, PIN- 743373
On behalf of Dhablat Gram panchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 62/ DGP, OF 15TH CFC TIED under Dhablat Gram panchayat Dated 20.05.2025
Details are available in the website wb tenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 156,272,338,356,(2nd call)(24-25)/2025-2026 NIeT-62 to 69/2025-2026 Dated. 21.05.2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Supply, Civil & Electricall works at Malda, Birbhum, Jhargram, Paschim Medinipur, Dakshin Dinajpur, Nadia, Bankura and Purulia District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in. Bid submission start date- 22-05-2025 after 9.00 am. Bid submission end date- 30-05-2025 and 05.06.2025 upto 3.00 pm
Date: 21.05.2025 Sd/- Executive Engineer

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/50/25-26 Dated 20.05.2025	Construction of Concrete Road From H/O Mounita Mondal To Gas Godown In Ward No-34 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 14,18,744.00
WBMAD/ULB/ RSM/58/25-26 Dated 20.05.2025	Construction Of Brick Wall With Covered Drain & Concrete Road At A) Dodorbagan Ioda School Lane B) Uttarpara Pump House Opposite Lane C) Dodorbagan Kazi Masjid Lane D) ... E) ... Azam Mondal House To Pappu House Lane In Ward No-30 Under Rajpur Sonarpur Municipality. Drain Length (81+107+62+80)=330 M. Concrete Length (81+107+700+62+80)=1030 M	Rs. 18,47,371.00

Bid Submission end date 05.06.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

N.I.T. No. 01 of 2025-2026 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (Agri-Irrigation) Sub-Division
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 01 (One) groups for Gr-(A) "Repairing and rewinding of 2 nos 20 H.P. Submersible Motor - Pump set of different make under Katwa (A-I) Sub-Division under Burdwan (A-I) Division, Under Katwa (A-I) Sub Division in the District of Purba Bardhaman, Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 AM to 2.00 P.M. Last date of application 26.05.2025 and last date availability of tender paper 26.05.2025 up to 2.00 P.M.
Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Katwa (A-I) Sub-Division, Katwa, Purba Bardhaman

BELDANGA MUNICIPALITY, MURSHIDABAD
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Amount (in Lakh)	Last date for submission
1.	Concrete & Bituminous Road Restoration for Distribution Network, Rising and Conveying Main within Beldanga Municipality for Proposed Water Supply Scheme under AMRUT 2.0	WB/MAD/ ULB/BEL/ NIeT-02/ 2025-26	681.83	16.06.2025 at 3.00 PM

For details visit - www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/48/25-26 Dated 20.05.2025	DUMPING GROUND BRICK WORK WITH R.C.C. COL UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,03,248.00
WBMAD/ULB/ RSM/46/25-26 Dated 20.05.2025	Construction of Concrete Road With Covered Drain Behind Nirala Appartment From Smrity Bhaban To H/O Mritunjoy Dey in Ward No-13 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,56,200.00
WBMAD/ULB/ RSM/51/25-26 Dated 20.05.2025	Construction of a Culvert, pathway and land development at Urban Health and wellness Centre (UHWC) Premises at Chowhati Karbala more, Near Chowhati High School, Rajpur, ward no.24 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,18,031.00
WBMAD/ULB/ RSM/53/25-26 Dated 20.05.2025	Construction of Concrete road with Covered surface drain at Pal ... H/O Hiralal Bibi In Ward no-28, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,43,902.00

Bid Submission end date 30.05.2025 at 11:00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Improvement of Bituminous Road by Mastic Asphalt at Dinobandhu Mitra Sarani, within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-002/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_850027_1 • Estimated Amount : 22,90,148/-
Last Date : 05th June 2025, up to 5:00 pm
2) Name of the Work: Improvement of Road with Paver Block at Kada Road More, within Ward No.- 34, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-004/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_850087_1 • Estimated Amount : 6,15,585/-
3) Name of the Work: Construction of Public Toilet at Edison Sabuj Sangha Play Ground, within Ward No.- 07, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-016/25-26
Tender ID : 2025_MAD_850128_1 • Estimated Amount : 5,92,610/-
Last Date : 31st May 2025, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

E-TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. NIET No. 04/15th C.F.C(TIED)/PGP/ 2025-26 & 05/15th C.F.C(UNTIED)/ PGP/ 2025-26, Last date of submission 01.06.2025 up to 4p.m For details contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat

TENDER
Sealed Tender are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. NIT NO. 03/15th CFC TIED FUND/25-26, 04/15th CFC UNTIED FUND/25-26. Last date of application 27.05.2025 up to 4p.m. For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram Panchayat

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 06/2025-26 /15th F.C. (4th Call) vide Memo No.: 261/Bh-I P.S. dated 16/05/2025, N.I.e-T. No.: 07/2025-26 / 15th F.C. (5th Call) vide Memo No.: 262/Bh-I P.S., dated 16/05/2025 and N.I.e-T. No.: 08/2025-26/15th F.C vide Memo No.: 270/Bh-I P.S. dated 20/05/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Bharatpur-I P.S., Murshidabad

TENDER
E- Tender are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. NIET NO. 5/15th CFC FUND (TIED) of CGP of 2025-26, 6/15th CFC FUND (UNTIED) of CGP of 2025-26, Last date of submission 28.05.2025 upto 6p.m. visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য এবং পক্ষে ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/নোয়াপাড়া, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের জন্য মেজর রিপেয়ার শপের বিভিন্ন গেজ এবং যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ৭,০৪,৮১৪.০০; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ₹ ১৪,১০০.০০; **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা (আইএসটি) পর্যন্ত; **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা ঃ** ডে. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার / আরএস, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০-এর অফিস। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** https://www.ireps.gov.in
টেন্ডার নং. ঃ এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৬৭
আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
An e Tender for "Miscellaneous work under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by Executive Engineer, Deptt. Bidhannagar Municipal Corporation vide NIQ No. 276/PWD(BMC), Dated: 21.05.2025, e-TENDER ID: 2025_MAD 849896_1
Last date of Bid submission: 30/05/2025 details are available with office of Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation.
Please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ১৯.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নংঃ** টিএন-২৯-২৫-২৬। **কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/II/শিয়ালদহের অধীনে বেলভেডিয়ার পার্ক অফিসার্স এনক্লেভের বিভিন্ন বাংলোয় বৈদ্যুতিক কাজের উন্নয়ন সম্পর্কিত সিভিল কাজ এবং বার্ণ স্ট্যান্ডার্ডে ইলেক্ট্রিক সাব স্টেশন [ট্যু স্টোরিড বিল্ডিং] নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৮৭,৪২,২৬৬.১৩ টাকা। **ইএমডিঃ** ১,৭৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য)ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** নয় (০৯) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
SDAH-60/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender from reputed Companies/Firms/OEM having sufficient experience and adequate credentials for Supply and Installation of five (05) pieces of 2 T.R. Split Air Conditioning Machines and two (02) pieces of 1.5 T.R. Split Air Conditioning Machines at the 2nd Floor of the Purulia District Office Building of The WBSCARD Bank Ltd. located at Collectorate Compound, Beside DIC Building, P.O. & Dist.- Purulia, Pin – 723101, has been issued under Memo No. 45/Part-VIII/Admn./197 dated May 17, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_848315_1. The last date for submission/uploading of Bid through online is June 05, 2025.
For details, please visit www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org
May 19, 2025 Sd/- Managing Director

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide NIT No.: 94/2024-25 & Memo No.: 635, Date: 21.05.2025, for 05 nos. scheme under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to 05.06.2025 for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE
RANINAGAR-II GRAM PANCHAYAT
UNDER RANINAGAR-II DEVELOPMENT BLOCK
KUPTALA, NABIPUR, RANINAGAR, PIN-742308
e-mail: raninagar2@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 02/2025-26/Rani-II GP & 03/2025-26/Rani-II GP Dated:-20/05/2025. The last date for online submission of tender is 28/05/2025 (Wednesday); up to 18:00 Hours.
For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Golam Murtaja
(Prodhan, Raninagar-II G.P.)

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
NOTICE INVITING e –TENDER NO: WBMAD/ ULB/ BM/PW/15th Finance/NIT–05/2025-2026
Memo No:-705/PWD/BM/2025-2026, Dated. 21.05.2025
Name of the Work:- 6 (Six) Nos. work- Sl. 1 to 6. Construction and improvement of Cement Concrete Drain with culvert at khoskadampur Dumping ground under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 02.06.2025. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- www.bolpurmunicipality.org., www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

"৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ"

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৩৭০৭.৩২	৫০৯১৪.৭৫	১১৭৭০.৯০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	২৮৭.১৩	৮০৬.৭৩	১৮৮.২৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১৯৯.৭৫	৬০৪.৫৮	১৫৭.১৩
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত]	১৯২.৭৩	৫৯৭.৫৭	১৪৯.১৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (টা.)	০.৩০	০.৯২	০.২৪
(খ) মিশ্রিত (টা.)	০.৩০	০.৯২	০.২৪

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০ মে, ২০২৫
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 2553 1487
Notice Invitint e-Tender
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work BID No.: PM/PWD/ 25-26/04, Dated 21.05.2025 under Panihati Municipality for details log in www.wbtenders.gov.in. Contact concern authority P.W. Department, Panihati Municipality at the above address. Last Date of submission 29.05.2025.
Sd/- Executive Officer
Panihati Municipality

সূর্যর তেজে ছারখার দিল্লি, আইপিএলের প্লে-অফে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে প্লে-অফে পৌঁছে গেল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বুধবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ৫৯ রানে জয় ছিনিয়ে নিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়ারা। ফলে ছিটকে গেল দিল্লি ক্যাপিটালস। ফ্লু-তে আক্রান্ত হওয়ায় অক্ষর প্যাটেল খেলতে পারেননি। দিল্লিকে নেতৃত্ব দেন ফাফ দু প্লেসি।

টস জিতে ফিল্ডিং নেয় দিল্লি। প্রথম দশ ওভারে তিনটির বেশি ছয় মারতে পারেনি মুম্বই, যা চলতি আইপিএলে সবচেয়ে কম। রোহিত শর্মা ৫ বলে ৫ রান করে মুস্তাফিজুর রহমানের বলে উইকেটকিপার অভিষেক পোড়েলের হাতে ক্যাচ দেন। রায়ান রিকেলটন ২৫, উইল জ্যাকস ২১, তিলক বর্মা ২৭, অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া ৩ রান করে আউট হন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে লড়াইয়ের জায়গায় রাখল সূর্যকুমার যাদবের দায়িত্বশীল অর্ধশতরান। এই নিয়ে আইপিএলে টানা ১৩টি ম্যাচে ২৫-এর বেশি রান করলেন সূর্য, পুরুষদের টি২০-তে স্পর্শ করলেন তেম্বা বাভুমার নজির। সূর্য অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ৩৬ বলে। নির্ধারিত ২০ ওভারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৫ উইকেটে ১৮০ রান তোলে। শেষ ৫ ওভারে ১ উইকেট খুইয়ে ৬৬ রান তোলে মুম্বই। সাতটি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে সূর্য ৪৩ বলে ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ২টি করে চার ও ছয় মেরে ৮ বলে ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন নমন।

মুকেশ কুমার ৪ ওভারে ৪৮ রান দিয়ে ২টি উইকেট পেলেন। দুষ্মন্ত চামিরা, মুস্তাফিজুর রহমান ও কুলদীপ যাদবের ঝুলিতে গেল ১টি করে উইকেট।

জবাবে খেলতে নেমে ১৮.২ ওভারে ১২১ রানে শেষ ক্যাপিটালস। সমীর রিজভি ৩৯, বিপ্রাজ নিগম ২০, আশুতোষ শর্মা ১৮ ও লোকেশ রাহুল ১১ রান করেন। মিচেল স্যান্টনার ৪ ওভারে ১১ ও জসপ্রীত বুমরাহ ৩.২ ওভারে ১২ রান দিয়ে তিনটি করে উইকেট নেন। ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহার, উইল জ্যাকস ও কর্ণ শর্মা ১টি করে উইকেট পান। এই জয়ের ফলে ১৩ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট হলো মুম্বইয়ের। ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট দিল্লির।

আইপিএলের নিয়ম বদলে চরম অসন্তোষ কলকাতা নাইট রাইডার্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলির নিয়মে বদল আনা হয়েছে। বৃষ্টি যদি থাবা বসায় সেক্ষেত্রে ম্যাচ শেষ করতে বরাদ্দ করা হয়েছে অতিরিক্ত ১ ঘণ্টা সময়। আর তাতেই চরম অসন্তোষ ব্যক্ত করল কলকাতা নাইট রাইডার্স।

গত ১৭ মে বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় কেকেআর-আরসিবি ম্যাচ। তার ফলে প্লে-অফে যাওয়ার আশা শেষ হয়ে যায় অজিঙ্ক রাহানের দলের। কেকেআর মনে করছে, সংশোধিত নিয়ম যদি শুরু থেকেই চালু হতো তাহলে নাইটরা এখনও শেষ চারে যাওয়ার দৌড়ে থাকতে পারতো।

আইপিএলের ম্যাচ শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে। আগের নিয়ম অনুযায়ী বৃষ্টির জেরে রাত সাড়ে ৮টায় খেলা শুরু হলেও ওভার কাটা যেত না। এখন সেই সময় বাড়িয়ে ২০ ওভারের ম্যাচ শুরুর জন্য সময় ধার্য হয়েছে রাত সাড়ে ৯টা। সেই অনুযায়ী সময় হিসেব করে পাঁচ ওভারের ম্যাচ করিয়ে ফলাফল নির্ধারণের অবকাশ রয়েছে।

আইপিএলের সিওও হেমাঙ্গ আমিনকে পাঠানো চিঠিতে কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর লিখেছেন, ১৭ তারিখে বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ তার জেরে ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। সেটাই হয়েছে। কিন্তু এই এক ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় বরাদ্দের নিয়ম যদি সেই ম্যাচেও থাকতো তাহলে অন্তত ৫ ওভারের ম্যাচ করানোও যেতে পারতো। কিন্তু ম্যাচটি ভেস্তে যাওয়ায় কেকেআর প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যায়। ফলে এই ধরনের অ্যাড হক সিদ্ধান্ত ও নিয়ম প্রয়োগে ধারাবাহিকতার অভাব আইপিএলের মানের টুর্নামেন্টে প্রত্যাশিত নয়। উল্লেখ্য, আরসিবি ম্যাচ ধুয়ে যাওয়ার ফলে কেকেআরের ঝুলিতে রয়েছে ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। ইডেনে কেকেআর-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচটিও বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। তবু সেই ম্যাচে পাঞ্জাব পুরো ব্যাট করেছিল। কেকেআর খেলতে নামার পর বৃষ্টি নামে। কেকেআর শেষ ম্যাচে জিতলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে অভিযান শেষ করবে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সফল রূপায়ণের মূল দায়িত্বে সিএবির ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচারস কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস। প্লেয়ার ড্রাফটের আসরে তাঁর সঙ্গে সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে।

ধোনিকে প্রণাম বৈভবের, ৫০০ মিসড কল পাওয়া সূর্যবংশীকে রাহুল দ্রাবিড়ের বড় পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস ব্যর্থ হলেও বড় প্রাপ্তি বছর ১৪-র বৈভব সূর্যবংশীর পারফরম্যান্স। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান হাঁকিয়ে দলকে জেতানোয় অবদান রাখার পর বৈভব প্রণাম করে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। সে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। বৈভব এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে, আইপিএলে শতরান হাঁকানোর পর তার ফোনে ৫০০টি মিসড কল এসেছে। যার জেরে দিন চারেক ফোন সুইচড অফ রাখে বৈভব। ক্রিকেটে ফোকাস যাতে না নড়ে যায় সে বিষয়ে সতর্ক থেকেই। অনেকেই তার কাছে আসার চেষ্টা করলেও ভিড় পছন্দ নয় বৈভবের। বাড়ির লোকজন আর কিছু বন্ধুর সান্নিধ্য বৈভবের কাছে যথেষ্ট।

বৈভবের কথায়, তিন-চার বছর ধরে কঠোর অনুশীলনের সুফল পাচ্ছি। খামতি মেটানোয় জোর দিই। ফলে প্রথমে যা কঠিন মনে হয়, পরে তা সহজ হয়ে যায়। ফোকাস ঠিক রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক খেলা চালিয়ে যাওয়ার থেকে বড় কিছু নেই। নিজের শক্তি সম্পর্কে সজাগ থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলে দলকে জেতানোই বৈভবের লক্ষ্য।

রাজস্থান রয়্যালসের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় বৈভবকে বলেছেন, ভালো মরশুম গেল। যেভাবে খেলছো সেটিই চালিয়ে যাও। কঠোর পরিশ্রম করো। মনে রাখবে আগামী মরশুমে সব বোলাররা তোমার জন্য আরও প্রস্তুত হয়ে নামবেন। তা মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। কঠোর অনুশীলনের মধ্যেই নতুন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে। সিএসকের বিরুদ্ধে বৈভব ৩৩ বলে ৫৭ রান করেছে। চারটি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে। চলতি আইপিএলে ৭ ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালস ওপেনার বৈভব ২৫২ রান করেছে, একটি করে শতরান ও অর্ধশতরান-সহ। গড় ৩৬, স্ট্রাইক রেট ২০৬.৫৫।

ধোনিকে প্রণাম বৈভবের। ছবি: রাজস্থান রয়্যালস এক্স

ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড লায়ন্স দলে ফ্লিনটফের পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় 'এ' দলকে যথেষ্ট সমীহ করছে ইংল্যান্ড। অভিমন্যু ঈশ্বরণদের বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচের জন্য লায়ন্স দল ঘোষণা করা হলো। যা থেকে টেস্ট দলেও কয়েকজন সুযোগ পেতে পারেন। ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড লায়ন্স দলে রাখা হয়েছে অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের পুত্র রকিকে। ক্রিস ওকস টেস্ট দলে খেলার মতো ফিট কিনা তা যাচাই করা হবে এই ম্যাচগুলিতে। দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে পারেন বেন স্টোকস। গত ডিসেম্বরে স্টোকসের হ্যামস্ট্রিংয়ে অপারেশন হয়েছিল। তবে জোফ্রা আর্চার ফের চোটের কবলে। আইপিএল খেলতে গিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে যে চোট পান আর্চার তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ থেকে তিনি ছিটকে গিয়েছেন।

রকি ফ্লিনটফ। ছবি- ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট এক্স

ইংল্যান্ড লায়ন্স দল: জেমস রিউ (অধিনায়ক), রকি ফ্লিনটফ, এডি জ্যাক, ফারহান আহমেদ, এমিলিও গে, বেন ম্যাককিনি, রেহান আহমেদ, টম হেইন্স, ড্যান মুসলে, সনি বেকার, জর্জ হিল, অজিত সিং ডেল, জর্ডন কক্স, জশ হাল, ক্রিস ওকস।

ভারতের টেস্ট দল ঘোষণা হতে পারে শনিবার, অধিনায়ক বাছতেই হিমশিম অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের জন্য ভারতের দল ঘোষণা হতে পারে শনিবার। সেদিন নির্বাচকমণ্ডলীর বৈঠকের পর বেলার দিকে টেস্টের নতুন অধিনায়ককে দিয়ে প্রেস কনফারেন্স করানো হতে পারে।

রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির পরিবর্ত হিসেবে কারা সুযোগ পান সেদিকে নজর থাকবে। রোহিতের জায়গায় অধিনায়ক বাছতে নির্বাচকদের হিমশিম অবস্থা।

প্রাথমিকভাবে জসপ্রীত বুমরাহ, শুভমান গিল ও ঋষভ পন্থের নাম সম্ভাব্য অধিনায়কের তালিকায় ছিল। যদিও বুমরাহ চোট সারিয়ে আইপিএলে ফিরেছেন। তিনি সব টেস্টে খেলবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। সূত্রের খবর, বুমরাহ নাকি টেস্ট অধিনায়ক হতে নারাজ। শুভমান গিল টেস্টে নিজেকে এখনও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বলে এক নির্বাচক গিলকে অধিনায়ক করতে নারাজ বলেও দাবি এক সংবাদমাধ্যমের।

এক কাপ চায়ে মন ভরে না। আন্তর্জাতিক চা দিবসে সেই বার্তাই দিলেন সচিন তেন্ডুলকর।

মনোরঞ্জন সাহা ক্রিকেট আকাদেমির উদ্যোগে দক্ষিণ বেহালা মহামিলন সংঘের মাঠে হয়ে গেল অনূর্ধ্ব ১৩ টি২০ অল ইন্ডিয়া প্রিমিয়ার লিগ চণ্ডীদাস গঙ্গোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ট্রফি। পাঁচ দিন ধরে চলা টুর্নামেন্টের ফাইনালে হাজির ছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবির ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচারস কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, প্রাক্তন সিএবি কর্তা বিশ্বরূপ দে প্রমুখ।

ছবি: মানস চট্টোপাধ্যায়

গোলাপি বলে হচ্ছে মেয়রস কাপ ফাইনাল

মেয়রস কাপ ফাইনাল শুরুর আগে ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিলিত হন কলকাতার মেয়র পারিষদ তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমার। ছিলেন সিএবির অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, আম্পায়ারস কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিফ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়, ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচারস কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেয়রস কাপ ফাইনাল হচ্ছে গোলাপি বলে। বুধবার সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে সিএবির অনূর্ধ্ব ১৫ আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্টের ফাইনালের প্রথম দিনে চালকের আসনে ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল। জয়ের জন্য ১৮৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সেন্ট জন্স পাবলিক স্কুল ৩ ওভারে ২ রান তোলার ফাঁকে চার ব্যাটারকে হারায়। দিনের শেষে স্কোর ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৬।

গুজরাতের সামনে এবার লখনউ, প্রথম দুইয়ে থাকাই লক্ষ্য গিলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক নম্বরে, নিদেনপক্ষে প্রথম দুইয়ে থেকে আইপিএল প্লে-অফ খেলতে চাইছে গুজরাত টাইটান্স। শুভমান গিলরা দুটি ম্যাচে জিতলে একেই থাকবেন। ১২ ম্যাচে গুজরাতের ১৮ পয়েন্ট। আরসিবি ও পাঞ্জাব কিংসের সমসংখ্যক ম্যাচে রয়েছে ১৭ পয়েন্ট। আজ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গুজরাতের সামনে লখনউ সুপার জায়ান্টস। ঋষভ পন্থদের কাছে এটি নিয়মরক্ষার ম্যাচ। ২০২২ ও ২০২৩ সালে লিগ পর্বের শেষে শীর্ষে থেকেই ফাইনাল খেলেছিল গুজরাত টাইটান্স। এবার ফের সেই সুযোগ বাইশের চ্যাম্পিয়নদের সামনে। মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর মধ্যে একজনকে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনা থাকলেও যেহেতু প্রথম দুইয়ে থাকা নিশ্চিত হয়নি, সেক্ষেত্রে আজ নয়, চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচে সেই ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে গুজরাত। সাসপেন্ড থাকা দিগ্বেশ রাঠীকে আজ পাবে না লখনউ।

শাহবাজ আহমেদকে খেলানো হতে পারে। ২০২৩ সালে শেষবার গুজরাত হারিয়েছিল লখনউকে। গত বছরের পর চলতি আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতেও জেতেন পন্থরা। গত ১২ এপ্রিল নিজেদের মাঠে ৩ বল বাকি থাকতে গুজরাত টাইটান্সকে হারিয়েছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন দল।

রেকর্ড গড়ল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সর্বকালীন রেকর্ড গড়ল ভিউয়ারশিপের নিরিখে। সারা বিশ্বে মোট ৩৬৮ বিলিয়ন মিনিট এই টুর্নামেন্টে চোখ রেখে ছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সর্বাধিক এবং ২০১৭ সালের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি। প্রতি ওভারে ৩০৮ মিলিয়ন গ্লোবাল ভিউয়িং মিনিট আইসিসি ইভেন্টে সর্বাধিক। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে ফাইনাল হয়েছিল তা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দর্শক দেখেছেন (৬৫.৩ বিলিয়ন লাইভ ভিউয়িং মিনিট)। ২০১৭ সালে ভারত-পাক ফাইনালের চেয়ে যা

৫২.১ শতাংশ বেশি। আইসিসি ইভেন্টের ইতিহাসে কোনও ম্যাচ সরাসরি দেখার নিরিখে এটি জায়গা করে নিয়েছে তিন নম্বরে। এই টুর্নামেন্ট ভারত, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিউয়ারশিপ নয়া নজির গড়েছে বলে দাবি আইসিসির।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**